NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ইডেনে আধ ঘণ্টা ধরে একান্তে কথা গম্ভীর-হার্দিকের

৪৯ বছরে প্রয়াত বাগানের প্রাক্তন ফুটবলার ৭

কলকাতা ২১ জানুয়ারি ২০২৫ ৭ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.01.2025, Vol.18, Issue No. 221, 8 Pages, Price 3.00

আমৃত্যু কারাদণ্ড

বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়, ১৭ লক্ষ ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মৃতার পরিবার থেকে সতীর্থ আন্দোলনকারী চিকিৎসক সমাজ এমনকি রাজ্যের ক্ষমতার শীর্ষ অলিন্দের জোরালো দাবি ছিল। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে এবং ধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে সর্বোচ্চ শাস্তি দিল না নিম্ন আদালত। এমনকি সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্য-প্রমাণ বা তাদের নিযুক্ত আইনজীবীদের সওয়াল জবাবও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে আদালতের চোখে বিরলতম করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেকথা জানিয়ে সোমবার সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন শিয়ালদহ আদালতের অতিরিক্ত বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট অনির্বাণ দাস।

পাশাপাশি নির্যাতিতার পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুপুর পৌনে ৩টে নাগাদ ওই মামলায় দোষীর সাজা ঘোষণা করেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস। গত শনিবার শুনানিতে আরজি কর কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সঞ্জয়কে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪(ধর্ষণ), ৬৬(ধর্ষণের পর মৃত্যু) এবং ১০৩(১) (খুন) ধারায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তারপরে সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন। এদিন শুনানি শুরুতে বিচারপতি আসামিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তদন্তে প্রমাণ হয়েছে ধর্ষণকালীন আঘাতে নির্যাতিতার মৃত্যু হয়েছে।’ এর পরেই সঞ্জয়ের পরিবার সম্পর্কে জানতে চান বিচারক। তার অন্য কোনও বক্তব্য আছে কিনা তাও জানতে চান। উত্তরে সঞ্জয় পুনরায় দাবি করে খুন এবং ধর্ষণের ঘটনায় সে জড়িত নয়। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। সিবিআইয়ের আইনজীবী আরজি করের ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম বলেন। যদিও সঞ্জয়ের আইনজীবী সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন।

এদিন বিচারক বলেন, ‘ঘটনাটি আমার কাছে বিরলতম মনে হয়নি। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখেই আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ অন্যদিকে, মৃতার পরিবারকে মোট ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। খুনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং ধর্ষণে ৭ লক্ষ টাকা। মৃতার পরিবারকে এই টাকা দেবে রাজ্য সরকার। এই রায়ের পরই তিলোত্তমার বাবা বলেন, ক্ষতিপূরণ চাই না। মেয়ের ন্যায় বিচার চাই। তাঁর উদ্দেশে বিচারক বলেন, ‘আমি জানি আপনারা ক্ষতিপূরণ চান না। আপনারা মনে করবেন না টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আইনের বিধান অনুযায়ী এই ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছি। এরপর এই টাকা নিয়ে কী করবেন, তা সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের বিষয়।’

সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ শুরু হয় এই মামলার শুনানি। শুরুতেই বিচারক কী কী সাজা হতে পারে, তা ফের স্মরণ করিয়ে দেন সঞ্জয়কে। আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী তার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। অন্যদিকে, সঞ্জয়ের আইনজীবী তদন্তের গাফিলতি তুলে ধরেন। দাবি করেন, এটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা নয়। এর স্বপক্ষে তিনি সুপ্রিম কোর্টের মোট চারটি নথি পেশ করেন। আবেদন করেন, ফাঁসির সাজার পরিবর্তে সঞ্জয়কে আজীবন কারবাস দেওয়া হোক।

গত বছর ৯ আগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে শহর কলকাতা-সহ গোটা দেশই উত্তাল হয়ে ওঠে। ঘটনার তদন্ত নেমে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়কে। পরে হাইকোটের নির্দেশে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে সিবিআই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করা হয় চার্জশিট। শিয়ালদহ কোর্টের রুদ্ধ এজলাসে চলে শুনানি। সাক্ষ্য দেন মোট ৫০জন। সিবিআইয়ের কৌঁসুলি পার্থসারথি দত্ত ধৃতের সর্বোচ্চ সাজার দাবি জানান আদালতে। সঞ্জয়ের তরফে লিগ্যাল এইড থেকে নিযুক্ত আইনজীবী তদন্তে গাফিলতির কিছু বিষয় তুলে ধরেন। সওয়াল শেষ হয় গত ৯ জানুয়ারি। এরপর ১৮ জানুয়ারি সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এদিকে আরজিকর মামলার শুনানিকে কেন্দ্র করে সোমবার শিয়ালদা আদালত চত্বর ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল। সাধারণ নাগরিকদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। সকাল ১০টা ৪০ মিনিট নাগাদ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে সঞ্জয়কে আদালতে নিয়ে আসা হয়। কোর্ট চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল পুলিশ বাহিনী। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকরা। ৮০ জন মহিলা পুলিশ আধিকারিকও ছিলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে।

এক নজরে বিচারকের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩ (১); এই তিনটি ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। সিবিআই মৃত্যুদণ্ডের জন্য সওয়াল করলেও শেষমেশ আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক অনির্বাণ দাস। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। জরিমানার অর্থ দিতে না পারলে আরও পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় শিয়ালদহ আদালত। এ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ এবং হত্যার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিচারক বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্যাতিতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।’

হাইকোর্টে যাচ্ছে সঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন সঞ্জয় রায়। আরজি কর-কাণ্ডে সঞ্জয় রায়কে ‘বেকসুর খালাস’ করার জন্য নিম্ন আদালত সিভিক ভলান্টিয়ারকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়ার পরেই ঘোষণা করলেন তাঁর আইনজীবী সেঁজুতি চক্রবর্তী। তিনি জানান, কোনও অভিযুক্ত নিম্ন আদালতে দোষী প্রমাণিত হলেও উচ্চ আদালতে আবেদন করার অধিকার রয়েছে তাঁর। সেই অধিকার থেকেই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তাঁরা। এই আবেদন নিয়ে পরিকল্পনা করার জন্য কিছু সময় লাগবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্টে যাবে রাজ্য

রায় শুনে জানালেন স্তম্ভিত মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে রাজ্য সরকার। সোমবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। নিম্ন আদালতের শাস্তি ঘোষণার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মালদহে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, এখনও দোষীর ফাঁসির দাবিতে তিনি অনড়। এ বার এক্স হ্যান্ডলে আরজি করের ঘটনাকে ‘জঘন্য অপরাধ’ বলে জানালেন মমতা।

মমতা লিখেছেন, ‘আরজি করে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনাকে আদালত বিরলের মধ্যে বিরলতম বলল না। এটা শুনে আমি স্তম্ভিত।’

আরজি করের ধর্ষণ-খুন মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক অনির্বাণ দাস। তা শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই জানান, তিনি এখনও ফাঁসির দাবিতে অনড়। যাবজ্জীবন না হয়ে ফাঁসির সাজা হলে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন বলে আক্ষেপ করলেন তিনি। একই সঙ্গে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে পরোক্ষে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

জেলা সফরে সোমবার মালদহে পৌঁছন মমতা। হেলিকপ্টার থেকে নামতেই আরজি কর মামলা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। সেই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, আরজি করের রায়ে খুশি নন তিনি। নিজের মত জানাতে গিয়ে মমতা টেনে এনেছেন জয়নগর, ফরাক্কা এবং গুড়াপের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা। বস্তুত, তিনটি ক্ষেত্রেই তদন্ত করেছে পুলিশ। পুলিশের দেওয়া চার্জশিটের ভিত্তিতে বিচার করে নিম্ন আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে। মমতা বলেন, ‘তিনটি কেসেই আমরা ফাঁসির সাজা করিয়ে দিয়েছি। এটা খুব গম্ভীর বিষয়।’

বিচারকের রায় নিয়ে কিছু না বললেও আদালতে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘আমাদের হাতে এই মামলা থাকলে, আমরা অনেক আগেই ফাঁসির রায় করিয়ে দিতে পারতাম।’ তার পরই সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি জানি না, কী ভাবে লড়াই করেছে, কী যুক্তি দিয়েছে। সবটাই সিবিআই করেছে। আমাদের হাত থেকে মামলাটা ইচ্ছা করে কেড়ে নিয়ে চলে গেল।’ তবে তার পরও তিনি যে সিবিআইয়ের উপর আস্থা রেখেছিলেন তার ইঙ্গিত দেন। তাঁর কথায়, ‘আমরা চেয়েছিলাম নরপিশাচদের, চরমতম শাস্তি হোক!’ সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে কিছু বলতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আক্ষেপ, ‘আমি সন্তুষ্ট নই। ফাঁসির সাজা হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম।’

‘বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়!’

চোখে জল নিয়ে হতাশা প্রকাশ নির্যাতিতার বাবা-মা’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ নয়। সোমবার দোষী সঞ্জয় রায়ের শাস্তি ঘোষণা করতে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস। আদালতের এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারছেন না নির্যাতিতার বাবা-মা। বিচারকের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা অবশ্য প্রশ্ন তোলেননি। বরং ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের উপর। নির্যাতিতার মায়ের দাবি, এই ঘটনাকে ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ প্রমাণ করতে আসলে ব্যর্থ হয়েছে সিবিআই। সেই কারণেই বিচারক সঞ্জয়কে সর্বোচ্চ শাস্তি দেননি।

সঞ্জয়কে আরজি কর মামলায় শনিবারই দোষী সাব্যস্ত করেছিল শিয়ালদহ আদালত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩(১) ধারায় তাঁর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল। সোমবার বিচারক জানান, তিনটি ধারাতেই সঞ্জয়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আমৃত্যু জেলে থাকতে হবে তাঁকে। এর পরেই বিচারক জানিয়ে দেন, এই ঘটনাকে তিনি ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ বলে মনে করছেন না। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার মা বলেন, ‘আমার মেয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় ধর্ষিত হল। ওকে খুন করা হল। এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়? আসলে এটা সিবিআইয়ের ব্যর্থতা। ওরাই এই ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম বলে প্রমাণ করতে পারল না।’

নির্যাতিতার বাবা বলেন, ‘আমরা এখনও বিচার পাইনি। বিচারের প্রথম ধাপ পার করলাম মাত্র। বিচার পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলেন বিচারক। উনি যা ভাল মনে করেছেন, তা-ই করেছেন।’ মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং তাঁর খুনের জন্য তাঁর পরিবারকে মোট ১৭ লক্ষ

এরপর দুয়ের পাতায়

সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে খুশি নয় তৃণমূল, সিপিএম ও বিজেপিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডকে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করছে না শিয়ালদহ আদালত। ধর্ষণ এবং খুনে এক মাত্র দোষী কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাবাসের শাস্তি দিয়েছেন বিচারক। আদালত শাস্তি ঘোষণার পর থেকেই সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন রাজনীতিকেরা। তৃণমূল এবং সিপিএম উভয় শিবিরই সংশয় প্রকাশ করেছে সিবিআইয়ের ভূমিকায়। কলকাতা পুলিশের ভূমিকাতেও প্রশ্ন রয়েছে বামেদের। শাস্তি নিয়ে খুশি নয় বিজেপিও।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি দোষীর ফাঁসির দাবিতেই অনড়। সিবিআইয়ের ভূমিকায় সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি সন্তুষ্ট নন। ফাঁসির সাজা হলে অন্তত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সাম্প্রতিক উদাহরণ টেনে বলেছেন, ‘গুড়াপ, ফরাক্কা, জয়নগরের ঘটনায় রাজ্য পুলিশ তদন্ত করেছিল। সেগুলির সব ক’টিতে ফাঁসির সাজা হয়েছে। সিবিআই কেন পারল না, সেই ব্যাখ্যা তারাই দিতে পারবে।’ কলকাতা পুলিশ তদন্ত চালালে এত দিনে ফাঁসির শাস্তি হয়ে যেত বলেও মত কুণালের।

কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও সন্দেহ রয়েছে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের মনে। তাঁর প্রশ্ন, ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের এত কথা বলা হল, কিন্তু তদন্তে তার প্রতিফলন কই?’ আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় প্রথমে তদন্ত চালাচ্ছিল কলকাতা পুলিশ। পরে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সেলিমের সন্দেহ, শুরুতেই তথ্যপ্রমাণ লোপাট করে তদন্তকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘এমন ভাবে প্রথমে এফআইআর হয়েছিল, তার পর সিবিআই তদন্তটাই এমন ভাবে করেছে যে, আদালত এটাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা বলে মান্যতা দেয়নি।’

আরজি কর-কাণ্ডে দোষীর শাস্তি ঘোষণার পর খুশি নন বিজেপি নেতৃত্বও। বিজেপি নেতা অমিত মালব্যও দাবি করেন, দোষী সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাবাস এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানায় ন্যায়বিচার মেলেনি। সমাজমাধ্যমে মালব্য লিখেছেন, তএই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতে যাওয়া উচিত।’

‘মালদহের রাজনীতিটা বুঝি না...’

নিহত তৃণমূল নেতার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহে তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকার ওরফে বাবলা খুনের নেপথ্যে দলের অন্দরের কোন্দলই, তা মোটামুটি স্পষ্ট। জেলার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বই যে তৃণমূল নেতার প্রাণ কেড়েছে, তা পুলিশি তদন্তেও উঠে এসেছে। সোমবার নিহত দুলারের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই দিকেই ইঙ্গিত করলেন। তাঁর মন্তব্য, ‘মালদহের রাজনীতিটা বুঝি না! রহস্যটা কী?’

সোমবারই মুর্শিদাবাদ থেকে মালদহ সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় এসেই বিকেলে দুলালের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী চৈতালি ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। পরে বাইরে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, তৃণমূল নেতাকে খুনের নেথপ্যে যে-ই হোন না কেন, কড়া পদক্ষেপ করা হবে। তাঁর কথায়, ‘এই কেসে আমি এটুকুই বলতে পারি, যে যত বড়ই হোক না কেন, কড়া পদক্ষেপ করা হবে। কতগুলো কথা আমার কানে এসেছে। সেগুলো তদন্তের ব্যাপার। আমি ডিজির সঙ্গেও কথা বলেছি। এসপিকেও বলেছি। আইবি-র যাঁরা আছেন, তাঁদেরও বলেছি।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী মালদার রাজনীতি প্রসঙ্গে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন, ‘বাবলা নিরলস কর্মী ছিল। এলাকার মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু মালদার রাজনীতিটা বুঝে উঠতে পারছি না। এখানে কিসের খেলা হচ্ছে, সেটাও আমাকে দেখতে হবে। কেন না এমএলএ, এমপি ভোট যখন আসছে তখন তৃণমূলের হার হচ্ছে। আর যেই পুরসভা অথবা কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে তখন সবাই জিতে যাচ্ছে। অনেক রকম খেলা চলছে। এরকম খেলা চললে তো মানুষের পক্ষে খারাপ হবে। কাউন্সিলরেরা জিতে যায়। অথচ এমএলএ এবং এমপি ভোটে দাঁড়ালে হেরে যায় । মালদার এই রাজনীতির রহস্যটাও আমাকে বুঝতে হবে।’ এদিকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিহত বাবলা সরকারের মহানন্দাপল্লীর বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার পরেই চৈতালী সরকার বলেন, ‘বাবলা সরকার খুনের ১৭ দিনের মাথায় দিদি এসেছেন। আমি এদিনের অপেক্ষা করছিলাম। অনেক ধৈর্য্য ধরেছিলাম। আমার যে ব্যথা উনি বুঝতে পেরেছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে যতটা বলার তা বলেছি। বাবলা সরকারকে এরকম কেন নৃশংসভাবে খুন করা হলো? এখনো তা পরিষ্কার করে বুঝে উঠতে পারলাম না। সে কথাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বলেছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং উনি যে আমাদের পাশে রয়েছেন তাতে আমি অনেক কৃতজ্ঞ। যদি এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত থাকে তারও কঠোর শাস্তি হবে এই আশা এখনো করছি। মুখ্যমন্ত্রীকেও সব বলেছি।’

ট্রাম্পের শপথ

লন্ডন, ২০ জানুয়ারি: আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিলেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য ওভাল অফিসের দায়িত্ব নিলেন এই ধনকুবের শিল্পপতি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে সেজে উঠেছিল ওয়াশিংটন ডিসি। দেশ-বিদেশের অতিথিরাও হাজির হয়েছিলেন। চমকে দেওয়া কাণ্ড হল, দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর আগেই গোটা বিশ্বে প্রভাব পড়ে হবু মার্কিন প্রেসিডেন্টের। প্রেসিডেন্ট হয়েই বিশ্ব ব্যবস্থায় বৃহত্তর ভূমিকা নিতে চলেছেন ট্রাম্প, এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল দিল্লিও।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই “বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)” কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০১ নং এফিডেভিট বলে Subhankar Mukherjee S/o. Pranab Kumar Mukherjee ও Subhankar Mukhopadhyay S/o. P. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭২ নং এফিডেভিট বলে Shital Hansda S/o. Manmatha Hansda ও Sital Hasda S/o. M. Hasda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭১ নং এফিডেভিট বলে Sk. Mafidul Islam Sarkar S/o. Sk. Sahidul Islam Sarkar ও Mafidul Islam Sarkar S/o. Sahidul Islam Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Nemai Ojha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Kumar Ojha ও A. Ojha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২০/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৫ নং এফিডেভিট বলে Manas Kumar Mukherjee S/o. Netai Chandra Mukherjee ও Manas Mukherjee S/o. N. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Madan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md. Muslim ও Md. Musafir উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Vivek Shaw, S/o, Late Ratan Kumar Shaw, residing at 104/3/1, Ashu Bose Lane, P. S. Bantra, Howrah-711101, shall henceforth be known as Vivek Kumar Shaw as declare before the court of the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Howrah vide Affidavit No. 06AC120874 dated 16th Jan 2025. Vivek Shaw and Vivek Kumar Shaw are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Kishor Kumar Kundu**, S/O. Asit Baran Kundu, R/O. Vill. Raybali, P.O. Majhergram, P.S. Nakashipara, Nadia here by declare that my name was recorded as **Sagar Adhikari** in my daughter's Aadhaar Card being No. 5485 1658 8069 and also in her said Aadhaar card her name was recorded as **Soumili Adhikari** in place of her actual name **Nandini Kundu**. Hence **Kishor Kumar Kundu** and **Sagar Adhikari** and **Nandini Kundu** and **Soumili Adhikari** are the same and one identical person proved by an affidavit dt. 20.01.2025 vide Sl. No. 1135 before sworn the Ld. Executive Magistrate at Krishnagar, Nadia.

নাম-পদবী

আমি Amit Dasgupta পিতা- Samar Dasgupta নিবাস- ৮/৫১, Netaji Nagar, P.O.+ P.S Netaji Nagar, Kolkata-700092 ভুলবশত আমার পুত্রের (Ujaan Dasgupta) বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে Amit Kr. Dasgupta. গত ১৮.১২.২০২৪ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে (৮০৫১৯) আমি Amit Kr. Dasgupta এবং Amit Dasgupta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

॥ নোটিশ ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্যামা দাস, নীলিমা দাস, একত্রে জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালী মৌজা ৯৪নং গোবিন্দসড়ক, খতিয়ান নং- এল.আর. ১১৬৬ দাগ নং- এল.আর. ১৮১৬ পরিমাণ- ০৭ শতক জমি ইংরাজী ০৮.০১.১৯৯৭ তারিখে IV-1 নং আমমোক্তারনামা বলে **বিমল কুমার অধিকারী** মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সম্পত্তি বাবদে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৯৪৩৪১২৯৭১৭ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

Sandip Roy (Advocate)
Judges' Court, Nadia

॥ নোটিশ ॥

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **মিনতি কুণ্ডু, কনিকা সাধুখাঁ, দিপালী দে, চায়না মজুমদার, কাশীনাথ মজুমদার, তারকনাথ মজুমদার** একত্রে জেলা নদীয়া, থানা কোতয়ালী হাল থানা ভীমপুর মৌজা ১০০নং খামারপাড়া, খতিয়ান নং- এল.আর. ৩৪৭, দাগ নং- ৮৭৩, পরিমাণ- ২৮.৫০ শতক জমি ইংরাজী ২৬.০৬.২০০২ তারিখে IV 78 ন আমমোক্তারনামা বলে **শম্ভুনাথ মজুমদার** মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সম্পত্তি বাবদে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৯৪৩৪১২৯৭১৭ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। **Sandip Roy (Advocate)**
Judges' Court, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার দাতা ঃ জ্যোৎস্না দত্ত, স্বামী স্বর্গীয় মধুসূদন দত্ত, ঠিকানা-সাং- ১৬৯/এ, ব্রহ্মসমাজ রোড, পোঃ ও থানা-বেহালা, জেলা-কলকাতা, পিন-৭০০০৩৪, পঃ বঃ, এনার পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার গ্রহীতা- শ্রীমতি শান্তনা নাগ, স্বামী শ্রী তারকনাথ নাগ, ঠিকানা-সাং- ৪৮/বি, বিডন রো, পোঃ বিডন স্ট্রীট, থানা-বটতলা, জেলা-কলকাতা, পিন- ৭০০০০৬, পঃ বঃ, সম্পত্তির পরিমান- ০২ (দুই) শতক সম্পত্তি, পূর্ব রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা-ট্যাগরা, জে. এল. নং- ৩২, এল.আর. খতিয়ান নং-১৬৬৬, আর. এস. দাগ নং-৬৩৪, এল.আর. দাগ নং- ৭৮১, শ্রেনী-বাস্তু, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং MN/2025/0608/452, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ২১/০১/২০২৫ তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

ঋত্বিক কোলে
এ্যাডভোকেট
রেজি. নং. ঃ F1182/2021
ভীমপুর, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯৯৩২৬৮৭৩০২।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী প্রশান্ত কুমার ঘোষ, পিতা- ৺ দিলীপ কুমার ঘোষ, সাং- ব্লক বি-১৮, ফ্ল্যাট-I, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট পোঃ ও থানা-লেকটাউন, জেলা ২৪ পরগনা (উঃ), পিন নং-৭০০০৮৯ বিগত ইংরাজীর ২৩/০২/২০২৪ তারিখে এ.আর. এ.- ১ নং কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1571/2024 নং আমমোক্তার দলিল মুলে আমাকে (**সঙ্গীতা সরকার**, স্বামী – দীপ্তিমান সরকার) সাং-১০/২ শিতলামাতা লেন, বরাহনগর, পোস্ট - নোয়াপাড়া, থানা - বরাহনগর, জেলা - ২৪ পরগনা (উঃ) পিন নং-৭০০০০৯০ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্ণিত তপশীল সম্পত্তির উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমি ১) ডি.এস.আর.-১ হুগলী অফিসে ০৬/০৮/২০২৪ তারিখে রেজিষ্টীকৃত ৬৯১২/২০২৪ নং দলিল মূলে i) **দীপ্র সরকার**, পিতা- দীপ্তিমান সরকার, সাং - ১০/২ শিতলামাতা লেন বরাহনগর, পোস্ট - নোয়াপাড়া, থানা - বরাহনগর, জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ) পিন নং - ৭০০০৯০। ২) ডি.এস.আর.-২ হুগলী অফিসে ০৪/১২/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৪১৯০/২০২৪ নং দলিল মূলে ii) **দীপ্তিমান সরকার**, পিতা - স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ সরকার, সাং- মহানাদ বেজপাড়া, পোঃ- মহানাদ, থানা-পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। মহাশয়গনকে দুটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিষয় করি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা- পান্ডুয়া, মৌজা- মহানাদ বেজপাড়া, জে. এল.নং-১১৯, হাল এল.আর. ৪৩২, খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ১৪৫৫ দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৫৩ শতক। ২) সাবেক তথা হাল ১৬৪৭ দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ২৯ শতক। একুনে দুইটি দলিলে ৮২ শতক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে ১) **দীপ্র সরকার**, পিতা - দীপ্তিমান সরাকার, ২) **দীপ্তিমান সরকার**, পিতা - স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ সরকার, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

সঙ্গীতা সরকার
(আমমোক্তার)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১শে জানুয়ারি। ৭ই মাঘ। মঙ্গল বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টত্তরী বুধ র মহাদশা, বিংশোত্তরী মঙ্গল মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ স্বামী বিবেকানন্দ র জন্ম তিথি ও বৈদিক ধর্ম পালন। বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মা নন্দর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা মেদিনীপুর ২য় সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালত
<u>T.S. - ৪০৯/২১ সাল</u>
ধার্য্য দিন ২৯.০১.২০২৫
নিমাইচন্দ্র রানা দীং...বাদিগন
=VS=
উজ্জল রানা দীং... বিবাদিগন

To,
২। তরুন রানা ৪। বিশ্বজিৎ রানা ৫। সজল রানা সর্বপিতা ৺জামিনী রানা, ৭। **শিবাকা রানা** স্বামী- ৺দুলাল রানা সর্ব সাং - পাটনাবাজার থানা + পোঃ- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। **১৪। সন্তুরানা, ১৫। প্রদীপ রানা** পিতা- ৺বংকিম রানা। সাং- পাটনাবাজার (কাঠগোলা), থানা ও পোঃ- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। **২০। স্বরস্বতী রানা,** পিতা ৺দীননাথ রানা সাং- কেরানিচটি, থানা ও পোঃ- মেদিনীপুর। জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। **২৬। শিবু রানা,** পিতা- ৺ মোহিনী রানা সাং- পাটনাবাজার, কাঠগোলা থানা+ পোঃ- মেদিনীপুর। জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। **২৯। বুড়ি রানা,** স্বামী - খোকন রানা সাং- পাটনাবাজার বেনেপুকুর পাড়, থানা ও পোঃ- মেদিনীপুর। জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। **৩১। রেনুকা রানা,** স্বামী ৺সূর্য্যকান্ত রানা সাং- পাটনাবাজার কাঠগোলা, থানা ও পোঃ মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। **৩২। বাপন রানা,** পিতা ৺সূর্য্যকান্ত রানা। সাং- পাটনাবাজার, কাঠগোলা, থানা ও পোঃ- মেদিনীপুর। **৩৩। প্রতিমা রানা,** স্বামী- বাপি রানা **৩৪। সৌরভ রানা ৩৫। সুমন রানা,** পিতা- ৺বাপি রানা **৩৬। হাসি রানা,** পিতা ৺বাপিরানা সর্বসাং- পাটনাবাজার, কাঠগোলা থানা ও পোঃ-মেদিনীপুর। জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। **৩৭। লালু রানা,** পিতা-৺ অশোক রানা সাং- মিয়াবাজার, থানা ও পোঃ- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। ....**বিবাদীগন**

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আদালতে **১। নিমাই চন্দ্র রানা, ২। কানাই চন্দ্র রানা** সর্ব পিতা ৺ রাখাল চন্দ্র রানা সর্ব সাং - পাটনাবাজার, কাঠগোলা, থানা ও পোঃ- মেদিনীপুর জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর বাদিগন হইয়া উপরোক্ত আদালতে আপনাদের বিরুদ্ধে **TS.- ৪০৯ / ২১** নং মোকর্দ্দমা নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে Suit for partition and Separate possession পাওন বাবদ উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় আনি মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

<u>সম্পত্তির বিবরন</u>

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা – মেদিনীপুর, মৌজা- মির্জাবাজার, জে.এল. নং- ১৭৯, খতিয়ান নং - ৩২৩, ৭৫২, ৯৫০, ১২৬৮, ১২৮১, R.S. Plot No. ১৩৬৮, এল.আর. প্লট নং - ১৯৮৯, **বাস্তু ০.০৯০০ একর**। খতিয়ান নং - ৭৫২, ৯৫০, ১২৬৮ এবং ১২৮১ আর.এস. প্লট নং - ১৩৬৯, এল.আর. প্লট নং ১৯৯০ **বাস্তু- ০.০১৭০ একর।**

তাং – ০৯.১২.২০২৪ অনুমত্যানুসারে
সুপ্রিয় পাত্র (সেরেস্তাদার)
২য় সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালত

COURT NOTICE

(Under Or. 5R. 20 of CPC)
Before the District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly at Chinsurah
<u>REVIEW APPLICATION NO. 17/2024</u>
PUBLICATION NOTICE IN PETITION UNDER CONSUMER PROTECTION ACT, 2019
Shri Soumen Adak
-VERSUS-
The Authorized Representative, **M/s. TODI INVESTORS and Others**

Whereas the above named applicant, **Shri Soumen Adak** has filed a Review Application against the Opposite Parties. One of the O.P.'s namely, **Mithu Majumder**, son of Unknown, Champahati, P.O. Champahati, P.S. Baruipur, Dist.-24 Paraganas (S), Pin-743330 to whom the notice is issued.

In case you have any objection for the claim claimed by the applicant, you can file objection to the same within 30 days from the date of publication of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law. The next date of the said case has been fixed on **10.02.2025** before this Hon'ble Commission **at 11:30 A.M.**

Identified by me
Shankha Subhra Chatterjee
Advocate Judges' Court, Chinsurah

By Order of the Commission
Sd/- Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur
Dist- Paschim Medinipur
<u>Sucession Certificate Case No.32/2024</u>
1) Smt. Manju Das, 2) Subhas Patra .... Petitioners
VS
The Branch Manager, LICI, H.G.A. and Others ....Opposite Parties

এতদ্বারা সর্ব সাধারন জ্ঞাতার্থে কে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতি মঞ্জু দাস,** স্বামী- কালী শংকর দাস, সাকিন- পাটনা বাজার (শীতলা মন্দির লেন), পোঃ ও থানা- মেদিনীপুর, এবং **সুভাষ পাত্র** পিতা-৺রাধাগোবিন্দ পাত্র, সাকিন ও পোঃ- তুড়িয়া, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৺**রবিন পাত্র** পিতা-৺রাধাগোবিন্দ পাত্র, স্থায়ী সাকিন তুড়িয়া এর Successor স্বরুপে নিম্ন তপশীল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া Succession Certifieate পাওনের নিমিত্ত উপরিউক্ত আদালতে অত্র নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো ও কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে স্বয়ং অথবা উপদেশ প্রাপ্ত উকিলবাবু মারফৎ 24.02.25 তারিখে হাজির হইয়া যথাযথ বক্তবাদি জানাইবে নচেৎ আইনানুগ কার্য্য হইবে।

<u>তপশীল গচ্ছিত অর্থের বিবরন</u>

Sl. No	Name of debtors	Particulars of Debts	Policy No.
1.	LICI Policy no- Sum Ass.	Rs.200000	136587501
2.	LICI Policy no- Sum Ass.	Rs. 666665	495838100
3.	LICI Policy no- Sum Ass.	Rs. 881049	495838890
4.	HDFC Ltd, Deposit No.	Rs. 300000	CC/14957617
5.	Bank of India, A/C no.	Rs. 119958	403610100007580
6.	Bank of India, Locker no.	001002	After Inventory

অনুমত্যানুসারে; **Laxman Sing (সেরেস্তাদার)**
তারিখঃ-১৫.০১.২০২৫ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

ট্রেন চলাচলে নজর, ভাঙা পড়বে হাওড়ার দুটি শতাব্দীপ্রাচীন রেলব্রিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী পরিষেবায় ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ করতে এবার হাওড়ায় দুটি শতাব্দীপ্রাচীন রেলব্রিজ ভাঙা পড়তে চলেছে। দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। তবে ব্রিজ ভাঙার দায়িত্ব বর্তেছে রাজ্য সরকারের উপর। ভাঙার দিনক্ষণ স্থির না হলে রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, পুরনো সেতুর পাশে নির্মাণ শুরু হয়েছে নতুন রেলব্রিজের। সেই কাজ সম্পূর্ণ হলে তবেই ভাঙা পড়বে ১০০ পেরিয়ে যাওয়া সালকিয়ার বেনারস ব্রিজ এবং চাঁদমারি ব্রিজ। এই কাজের জন্য কিছুটা সময় ট্রেন চলাচল খানিকটা শ্লথ হতে পারে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

একটির বয়স ১২০ বছর। আরেকটি ৯০ ছুঁয়েছে। সালকিয়ার বেনারস ব্রিজ এবং চাঁদমারি ব্রিজের সঙ্গে হাওড়া রেলপথের নিবিড় যোগাযোগ। কিন্তু বয়সের ভারে রুগ্ন দুই ব্রিজ দিয়ে ট্রেন যাতায়াতের সময়ে সমস্যা দেখা দেয়। সিগন্যালেও সমস্যা হয়। ফলে গতি কমে যায় ট্রেনগুলির। এসবের জেরেই পুরনো ব্রিজগুলি ভেঙে নতুন রেলসেতু তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। এনিয়ে হাওড়ার সিনিয়র ডিসিএম রাহুল রঞ্জন বলেন, 'ব্রিজ দুটি ভেঙে ফেলা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে তা ভাঙবে রাজ্য সরকার। নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ শেষ হলে তবেই ভাঙা হবে।' আর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেউস্করের কথায়, 'ওই রেলব্রিজ দুটি ভাঙা পড়লে অনেকটা জায়গায় পাওয়া যাবে। তাতে হাওড়ায় অন্তত ৭টি প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ করা যাবে। তাতে ট্রেন চলাচলও অনেকটা মসৃণ হতে পারে। পরিষেবা আরও ভালো করার লক্ষ্যেই পুরনো ব্রিজ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।'

রেল সূত্রে খবর, পুরনো বেনারস ব্রিজ ভেঙে তার নিচে ট্রেন চলাচলের জন্য ৬৬ মিটার করা হয়েছে। আগে যা ছিল ৩৬ মিটার। একইভাবে চাঁদমারি ব্রিজের নিচে লাইন পাতার জায়গা ছিল ৬০ মিটার, তা বাড়িয়ে হচ্ছে ১৩৪ মিটার। এসবের পাশাপাশি নতুন ব্রিজ তৈরি হলে সিগন্যাল পয়েন্টও বাড়ানো যাবে। তাতে মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলে সুবিধা হবে। এছাড়া ইন্টারলকিং সিস্টেম, কবচ সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করা সুবিধাজনক হবে বলে মত পূর্ব রেলের।

বিষাক্ত স্যালাইনে প্রসূতি মা এবং সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সল্টলেক স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি বিজেপির। বিক্ষোভে সামিল ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, তাপস রায়-সহ নেতৃত্বরা।

কলকাতা পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের পুরোমাতা ইলোরা সাহা, ওয়ার্ডের সভাপতি মৃণাল সাহার উদ্যোগে আয়োজিত হল সারাবাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার। এই প্রতিযোগিতার নামকরণ করা হয় প্রতিভার সন্ধানে। এদিন বহু দূরদূরান্ত থেকে প্রায় দু'হাজারের বেশি প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

চোখে জল নিয়ে হতাশা প্রকাশ নির্যাতিতার বাবা-মা'র

প্রথম পাতার পর

টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নির্যাতিতার বাবা আদালতের ভিতরেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ক্ষতিপূরণ নিতে চান না। বাইরে তিনি বলেন, 'আমরা ক্ষতিপূরণ নেব না। বিচারককে বলেছি। আমরা তো এ ভাবে আমাদের মেয়েকে বিক্রি করতে পারব না। তাই টাকা নিতেই পারব না। প্রকৃত অপরাধী শাস্তি পেলে মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।'

নির্যাতিতার মায়ের কথায়, 'আমি মনে করি, এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। প্রকৃত দোষী ধরা পড়ুক। তা হলেই আমরা খুশি হব।' নির্যাতিতার মা বলেন, 'সঞ্জয়ের কিছুই চাইনি আমরা। বিচারক যা ভাল বলে মনে করেছেন, করেছেন। এটাকে আমরা সিবিআইয়ের ব্যর্থতা হিসাবে দেখছি।'

১০ কোটি মূল্যের ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল মালদা টাউন আরপিএফ। প্রথমে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদা টাউন জিআরপির একটি যৌথ টিম রবিবার ১৩০৩৪ ডাউন কাঠিহার-হাওড়া এক্সপ্রেসে মাদক পাচারের সন্দেহে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে। ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছালে, পিছনের সাধারণ কামরায় সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আরপিএফ আধিকারিকরা চিহ্নিত করে। এরপর তল্লাশি চালানোর সময়, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ১০ কোটির মূল্যের ২.১১৫ কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। জিআরপি আধিকারিকরা ঘটনাস্থলেই মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে। এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর অধীনে মালদা জিআরপিএস ধৃত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। পাশাপাশি ওই মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ঘটনায় আর কারা যুক্ত আছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়াও এর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের যোগাযোগ আছে কিনা তাই নিয়েও তদন্ত করা হয়েছে।

ওড়িশাতে মৎস্য চাষ বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ শিবির ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত ব্যারাকপুরে। বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশাতে মৎস্য চাষ বৃদ্ধিতে এবার অগ্রণী ভূমিকা নিল কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ব্যারাকপুরে আয়োজিত হল বিশেষ প্রশিক্ষণ

শিবির। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে ওড়িশার বিভিন্ন জেলা থেকে ৯০ জন আধিকারিক অংশগ্রহণ করেন। ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় অন্তবেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের নির্দেশক বসন্ত কুমার দাস বলেন, 'ওড়িশা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ব্লক লেভেল অফিসারদের এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনটি পর্যায়ে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে মোট ৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধিকারিকরা একেবারে নিচুস্তর থেকে কাজ করবেন।'

হাতির হানায় প্রাণহানী রুখতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাতির হানায় মানুষের প্রাণহানী রুখতে আরও উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। হাতিদের চলাচলের জন্য করিডর তৈরিরপাশাপাশি হাতির হামলা থেকে মানুষকে বাঁচাতে প্রত্যন্ত এলাকায় শৌচালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতির হানা রুখতে করিডর তৈরি করার কথা জানিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আগামী পাঁচ বছরে ৪০০ কোটি টাকা খরচ করে রাজ্যে ৭টি হাতি করিডর তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিটি হাতি করিডর ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৪০০ মিটার চওড়া হবে। এর জন্য ৬২৫ থেকে হাজার হেক্টর জমির প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছে। হাতির জন্য পর্যাপ্ত জল ও খাবারের ব্যবস্থা রাখা হবে। এজন্য জলাশয় খনন ও হাতির পছন্দের ঘাস লাগানো হবে। চলাচলের পথে জলের ব্যবস্থা এবং খাবারের সংস্থান থাকলে তারা লোকালয়ে বা চাষের ক্ষেতে হানা দেবেনা বলে আশা করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রায়ই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে হাতি। জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, আলিপুরদুয়ার সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হাতির তাণ্ডব লেগেই রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে শৌচাগার না থাকার কারণে জঙ্গলে শৌচকর্ম করতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। নবান্ন সূত্রের খবর, স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় এই সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে শৌচালয় তৈরি করা হবে। যদিও এই মিশনের আওতায় ইতিমধ্যেই বহু বাড়িতে শৌচাগার তৈরি হয়েছে। তবে প্রত্যন্ত এবং জনজাতিভুক্ত এলাকায় অবশ্য এর কাজ বাকি রয়েছে। আধিকারিকদের মতে, হাতির হানায় বাংলায় গড়ে ১০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে। সেখানে মৃতদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যাদের বাড়িতে শৌচাগার নেই। কারণ অনেকেই রয়েছে যারা মাঠে-ঘাটে শৌচকর্ম করতে গিয়ে হাতির হামলার মুখোমুখি হয়েছেন। তাই এই সমস্ত এলাকার প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ নিয়ে জোর দিতে চাইছে নবান্ন।

শিশুদের মনের বিকাশ ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিশুদের মনের বিকাশ ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের। তাঁর উদ্যোগে আয়োজিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। যেখানে প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী সবাইকে উৎসাহিত করতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ পুরস্কার। এছাড়াও ছিল তিন বিভাগের স্থানাধিকারীদের পুরস্কারও। এদিন স্বপন সমাদ্দার ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মবোধানন্দ জি মহারাজ-সহ সমাজের বহু বিশিষ্টজনেরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ২০২৫, ৭ মাঘ, মঙ্গলবার

সুপ্রিমে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে জামিন পার্থর, এখনই জেলমুক্তি নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্টে থেকে শর্তসাপেক্ষে ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে এখনই জেলমুক্তি হবে না। কারণ, সিবিআইয়ের মামলাতেও নাম রয়েছে পার্থর। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিচার প্রক্রিয়াও।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রভাবশালী, এই তত্ত্বেই বারবার খারিজ হয়েছে তাঁর জামিনের আবেদন। শীর্ষ আদালতেও সেই কারণেই তৈরি হয়েছিল জটিলতা। অবশেষে গত ১৩ ডিসেম্বরের জামিন মঞ্জুর হলেও শীর্ষ আদালতের তরফে দেওয়া হয় একাধিক শর্ত। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, শীতকালীন ছুটি অর্থাৎ গত বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে চার্জ গঠন করতে হবে। যে সমস্ত সাক্ষীদের প্রভাবিত করার আশঙ্কা রয়েছে, তাঁদের বয়ান রেকর্ড করতে হবে। সমস্ত তথ্য জোগাড়ের পর কার্যকর হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের নির্দেশ। সকল শর্ত পূরণের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শর্ত পূরণ হলেই জামিনের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

সুপ্রিম নির্দেশ মেনেই এরপরই চার্জগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে ইডি। সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। এসবের পর আজ অর্থাৎ সোমবার, শীর্ষ আদালতের নির্দেশের ১ মাস ৭ দিনের মাথায় কলকাতার বিচারভবনে শুভেন্দু সাহার এজলাসে জামিন পেলেন পার্থ। তবে জেলমুক্তি হবে না। কারণ, এই জামিন ইডির মামলার পরিপ্রেক্ষিতে।

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সিবিআইয়ের মামলায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিচারপ্রক্রিয়া। উল্লেখ্য, শীর্ষ আদালত আগেই স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, জামিন পেলেও মন্ত্রী হতে পারবেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে বিধায়ক পদের দায়িত্ব সামলাতে পারবেন।

রায় শোনার পর স্বস্তিতে সঞ্জয়ের বোন, নির্লিপ্ত মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন মামলায় গত শনিবারই সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে শিয়ালদা আদালত। সোমবার ছিল সাজা ঘোষণা। তার ফাঁসি হবে নাকি যাবজ্জীবন, তা নিয়ে সকাল থেকেই উৎকণ্ঠায় ছিলেন সঞ্জয়ের পরিবারের লোকজন। এদিন সওয়াল জবাব শেষে বিচারক অনির্বাণ দাস সঞ্জয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। মৃত্যুদণ্ড না হওয়ায় যেন কিছুটা স্বস্তিতে সঞ্জয়ের বোন। নির্লিপ্ত তার মা।

শিয়ালদহ আদালতের ২১০ নম্বর কক্ষে এদিন রায় পড়েন শোনান বিচারক অনির্বাণ দাস। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও পায় সঞ্জয় রায়। প্রথম থেকে একাধিকবার নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে। রুদ্রাক্ষ তত্ত্বও আরও একবার খাঁড়া করার চেষ্টা করে সঞ্জয়। একসময় স্বপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে একের পর এক বোমা ফাটাতে থাকে। দাবি করে, তাকে হেফাজতে নেওয়ার সময় মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়নি। জোর করে কাগজপত্রে সই করানো হচ্ছে বলেও দাবি করে। সিবিআই এবং নির্যাতিতার আইনজীবীরা ফাঁসির পক্ষে জোরাল সওয়াল করেন। তবে তার পালটা বিরোধিতা করেন সঞ্জয়ের আইনজীবী। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে সঞ্জয়ের বিকল্প শাস্তির আর্জি জানান। প্রথমার্ধে ৩৪ মিনিট শুনানি হয়। তারপর কিছুক্ষণের জন্য সওয়াল জবাব স্থগিত রাখা হয়। এরপর দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট নাগাদ ফের আদালত কক্ষে পৌঁছন বিচারক। সঞ্জয়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা শোনান।

এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না সঞ্জয়ের পরিবারের কেউই। গ্রেপ্তারির পর থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে সঞ্জয়ের সঙ্গে একবারও দেখা করেননি তাঁরা। মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বলে আদালতে দাঁড়িয়ে নিজেই খোদ দাবি করে সঞ্জয়। তবে তা সত্ত্বেও দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে টেলিভিশনের পর্দায় নজর ছিল সঞ্জয়ের বোনের। এর আগে সঞ্জয়ের দিদি দাবি করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও উচ্চ আদালতে যাবেন না। নির্যাতিতার পরিবারের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন। তবে সোমবার দাদার মৃত্যুদণ্ড না হওয়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন সঞ্জয়ের বোন। রায় ঘোষণার পর তিনি বলেন, 'আদালত যা মনে করেছে সে অনুযায়ী রায় দিয়েছে। আমরা এখনও বিশ্বাস করি সঞ্জয় একা দোষী নয়। অধ্যায় শেষ হল না। এখনও সময় আছে। সকলের উচিত সবাই মিলে আসল সত্য খুঁজে বের করা।' চাইলে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে যেতে পারে সঞ্জয়। তবে তার বোন উচ্চ আদালতে যাওয়ার বিষয়ে কিছু জানাননি।

২২ থেকে ২৭ জানুয়ারি বন্ধ থাকবে বালি ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২২ জানুয়ারি রাত ১২টা থেকে আগামী ২৭ জানুয়ারি ভোর চারটে পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে বালি ব্রিজে। রেললাইন মেরামতির কারণে ওই কয়েকদিন বালি ব্রিজে কোনও গাড়ি চলবে না বলে পুলিশ সূত্রে খবর। হাওড়া বা হুগলির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতায় আসার অন্যতম রাস্তা এই বালি ব্রিজ। সেখানে যান চলাচল বন্ধ হলে চরম অসুবিধার মুখে পড়বে সাধারণ মানুষ। ২২ জানুয়ারি রাত ১২টার পর বালি থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাওয়ার লেনটি সম্পূর্ণ খোলা থাকলেও, দক্ষিণেশ্বর থেকে বালি যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হবে। লেনটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে না কি ভোর ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কেবলমাত্র দু'চাকা এবং তিন চাকার যান চলাচলে ছাড় দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে রেল এবং পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা চলছে। দ্রুত এই ব্যাপারে সরকারি নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে। সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বালির দিকে যাওয়ার লেনটিতে বাস ট্যাক্সি বা কোনও ভারী যান চলাচলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেগুলি পাশের দ্বিতীয় নিবেদিতা সেতু দিয়ে দিয়েই যাবে আপাতত। পুরাতন বালি ব্রিজের উপরে থাকা রেললাইনে মেরামতি হবে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একগুচ্ছ ট্রেনও বাতিল করা হয়েছে। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ১০০ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল। শতাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করার পাশাপাশি একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেনের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে বিচারক ঠিকই করেছেন: বিকাশরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় রাইয়ের সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হোক এমনই দাবি করা হয়েছিল সিবিআই-এর তরফে। এরপর সোমবার অভয়া-কাণ্ডে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিল আদালত। এই প্রসঙ্গেই বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে বিচারক ঠিকই করেছেন বলে আমার মনে হয়।'

উল্লেখ্য, শনিবার অভয়ার ঘটনায় সঞ্জয় রাইকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। এরপর সোমবার তার সাজা শোনায়। অপরাধীর আইনজীবীরা তার মৃত্যদণ্ড ঠেকাতে উঠে পড়েও লেগেছিলেন। অন্যদিকে, সিবিআই প্রথম থেকেই সওয়াল করছিল যাতে সঞ্জয়কে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হয়। অপরদিকে, নাগরিক সমাজের একাংশ চাইছিল দোষী সঞ্জয়ের যাতে ফাঁসি হয়। এমনকী, শনিবার বিভিন্ন জায়গায় প্রতীকী ফাঁসি মঞ্চ বানানো হয়। তবে দেখা গেল সোমবার বিচারক অনির্বাণ দাস দোষী সঞ্জয় রাইকে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেন। তবে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যর মতে, 'বিচারক ঠিকই সাজা দিয়েছে। স্বাভাবিক রায়। বিচারপতি যাবজ্জীবন দিয়েছেন। এটা যথেষ্ঠ কঠিন সাজা। মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ঠিকই করেছেন বলে আমার মনে হয়। প্রথমত, মৃত্যুদণ্ড থাকাই উচিৎ নয়। বিচারক সমস্ত তথ্য প্রমাণ ঘেটে এই রায় দিয়েছেন।'

পুলিশি তলব আটকাতে হাইকোর্টের শরণাপন্ন আসফাকুল্লা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেডিক্যাল ডিগ্রি নিয়ে বিভ্রাটের জেরে আরজি কর আন্দোলনের মুখ আসফাকুল্লা নাইয়াকে তলব করে পুলিশ। সোমবারই তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন তিনি হাজিরা না দিয়ে পাল্টা ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় মেল করে জানিয়েছেন, কেন তাঁকে তলব করা হয়েছে, তা বিশদে জানাতে। এরই পাশাপাশি পুলিশি তলব আটকাতে হাইকোর্টেরও শরণাপন্ন হন তিনি। এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে সোমবার একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলার শুনানির সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। মামলায় বলা হয়েছে, একেবারে বেআইনিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি ডাক্তারিতে উচ্চ শিক্ষিত দাবি করে প্র্যাকটিস করছেন। বিভিন্ন ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এমনকি প্রায় ৩০ জন পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে তল্লাশির নামে আতঙ্ক ছড়িয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আসফাকুল্লার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ তুলেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন। সিঙ্গুরে একটি স্বাস্থ্য পরিষেবার আয়োজন করেছিল এক সংস্থা। সেই সংস্থার বিজ্ঞাপনে আসফাকুল্লা নিজেকে 'এমএস' বলে দাবি করেছেন। যা নিয়ম বহির্ভূত। এরপরই গত বুধবার আসফাকুল্লাকে শোকজ করে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। পিজিটি হয়েও ইএনটি সার্জনের পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। আসফাকুল্লাকে সাত দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর কাকদ্বীপের বাড়িতে হানা দিয়েছিল বিধাননগর পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের রামতনু নগর এলাকায় আসফাকুল্লার বাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে বিধাননগর পুলিশের একটি দল যায়। বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করে নিয়ে যান তদন্তকারীরা।

পার্ক সার্কাস স্টেশন সংলগ্ন কেকের কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এবার পার্ক সার্কাস স্টেশন লাগোয়া কেকের কারখানায় আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচলও। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। কিন্তু এলাকা ঘিঞ্জি ও গলি সরু হওয়ায় একাধিক ইঞ্জিন কারখানার কাছে পৌঁছতে পারেনা। ফলে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সোমবার দুপুরে আগুন লাগার ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, শুধু কেকের কারখানা নয়, ওই বাড়িতে রয়েছে চামড়া ও তামার জিনিসপত্র তৈরির কারখানাও। রয়েছে গোডাউনও। মজুত রয়েছে দাহ্য পদার্থ। আর তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। জানা গিয়েছে, গত ২ ঘণ্টা ধরে জ্বলে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পার্ক সার্কাস স্টেশনও।

স্টেশনের খানিকাংশেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিয়ালদার দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু জানান, 'কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। অবৈধ কারখানা ছিল কি না, অগ্নিনির্বাপণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল কি না তা স্পষ্ট নয়। আটটি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। তবে কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়।'

জামিনে মুক্তির পর প্রথম বিধানসভায় জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৫ মাস পর বিধানসভায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। বন্দি থাকাকালীন স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ ছিল বিধায়কের বেতন ও ভাতা। জামিনে মুক্তি পেতেই বিধানসভায় বকেয়া বেতনের আর্জি জানালেন তিনি। তবে নিয়ম মেনে জমা দিতে হবে বেশ কিছু নথি।

রেশন দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন আগেই নাম জড়িয়েছিল প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। পরবর্তীতে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। ১৫ মাস জেলবন্দি থাকার পর সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। ফিরেছেন বাড়িতে। তারপরই সোমবার দুপুরে বিধানসভায় হাজির হলেন জ্যোতিপ্রিয়। জানা গিয়েছে, নিয়ম মেনে জামিনের নথি বিধানসভায় পেশ করতে হয়। সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতেই এদিন বিধানসভায় গেলেন হাবড়ার বিধায়ক।

এদিন তিনি খোঁজ নেন অধিবেশনে যোগ দিতে কী করতে হবে, কীভাবে আবেদন করতে হবে, বকেয়া বেতন পেতে কী করতে হবে। জানা গিয়েছে, জেল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে আবেদন করতে হবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে। তারপরই জেলের তরফে কোন মামলায় গ্রেপ্তার ও জামিন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হবে। তা জমা দিতে হবে বিধানসভায়। আইনি সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ম মাফিক বিধানসভায় যোগ দিতে পারবেন না বালু। আগামীকাল জেলের আইনি সব কাগজ নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে যাওয়ার কথা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।

ফের অসুস্থ পার্থ, এসএসকেএম-এ ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেসিডেন্সি জেলে ফের অসুস্থ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নিয়ে যাওয়া হল এসএসকেএমে। জানা গিয়েছে, শ্বাসকষ্ট-সহ একাধিক সমস্যা রয়েছে তাঁর। ২০২২ সালের ২২ জুলাই পার্থের বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশির পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তত্ত্বাবধানে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ভুবনেশ্বরে। পরবর্তীতে একাধিকবার জামিনের আর্জি জানান পার্থ। প্রতিবারই কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল, শারীরিক অসুস্থতা। একাধিকবার জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পার্থ। আদালতের নির্দেশে চলত রুটিন চেকআপও। এরই মাঝে সোমবার দুপুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। জেলের চিকিৎসকরা প্রথমে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করেন। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এসএসকেএমে পাঠানোর। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী সেখানেই রয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এর আগে গত বৃহস্পতিবার আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এসএসকেএমে খবর পাঠানো হয়। দ্রুত সেখানকার চিকিৎসকদের জেলে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখার আর্জি জানানো হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই ফের অসুস্থ পার্থ। প্রসঙ্গত, এদিনই ইডির মামলায় জামিন পেয়েছেন তিনি।

গোয়ালপোখরে এনকাউন্টারে মামলা গড়াল হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের এনকাউন্টারের ঘটনার জল গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী তাপস ভঞ্জ। ন্যাশনাল পুলিশ কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী, পুলিশের হাতে যদি বন্দি নিরাপদ না হয় সেক্ষেত্রে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হবে, এই যুক্তিতে মামলার আবেদন। সোমবার মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। জানান, অতিরিক্ত হলফনামা দিয়ে ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট বেঞ্চে আবেদন জানানো যাবে। চলতি সপ্তাহে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। তবে জেল ইস্যুতে অন্য ডিভিশন বেঞ্চে একটি মামলা চলছে। তাই সেখানে শুনানি হবে নাকি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে, তা স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারি, ইসলামপুর আদালতে শুনানিতে হাজির করা হয় সাজ্জাক আলমকে।

শুনানি শেষে প্রিজন ভ্যানে করে রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে। গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়ার একরচালা কালীমন্দিরের কাছে শৌচকর্ম করবে বলে জানায়। প্রিজন ভ্যান থেকে নামে। অভিযোগ, প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে দুই পুলিশকর্মীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এরপর একটি বাইকে চড়ে চম্পট দেয়। রায়গঞ্জ পুলিশ সুপার সাজ্জাকের ২ লক্ষ টাকা মাথার দাম ধার্য করে। বৃহস্পতিবার জখম দুই পুলিশকর্মীকে দেখতে যান খোদ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাজ্জাককে গ্রেপ্তার করতে হবে বলেই নির্দেশ দেন। পুলিশের উপর গুলি চালালে পালটা তার ৪ গুণ গুলি চালানো হবে বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ডিজি। তার মাত্র দুদিন পর শনিবার সকালে সাজ্জাক গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুরে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বলেই গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। সেই মতো তড়িঘড়ি ওই এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ। তা বুঝে যায় সাজ্জাক। কিচকতলা ব্রিজের কাছে পুলিশ তাকে আটকানোর চেষ্টা করে। সাজ্জাক পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পালটা আত্মরক্ষায় গুলি চালায় পুলিশ। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে মৃত্যু হয় সাজ্জাকের। রবিবার সাজ্জাককে অস্ত্র সরবরাহকারী সন্দেহে শেখ হজরতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বেলঘড়িয়ায় খেলার মাঠ পুনরুদ্ধারে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কামারহাটি পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত রেলের ওয়াগান কারখানা টেক্সমেকো। সেখানে রয়েছে 'টেক্সমেকো প্লে গ্রাউন্ড'। এলাকার বাচ্চারা ওই মাঠেই খেলাধূলা করতো। অভিযোগ, ওই মাঠে এখন রেলের চাকা মজুত করে রাখা হচ্ছে। তাছাড়া কারখানার ট্রাকগুলোকেও ওই মাঠে রাখা হচ্ছে। এর ফলে এলাকার বাচ্চাদের খেলাধূলা শিকেয় উঠেছে। খেলার জায়গা ছেড়ে মাঠের বাকি অংশে চাকা ও গাড়ি রাখার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার দাবি জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। তাই খেলার মাঠ পুনরুদ্ধারে সোমবার সকালে স্থানীয় কাউন্সিলার নির্মলা রাই নিজের গাড়ি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এমনকি কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সেখানে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। এই ঘটনাকে ঘিরে টেক্সমেকো প্লে গ্রাউন্ড চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর নির্মলা রাই বলেন, 'এমনভাবে মাঠে রেলের চাকা এবং ট্রাকগুলো রাখা হচ্ছে। তাতে বাচ্চাদের খেলার জায়গা থাকছে না। বাচ্চারা যাতে খেলতে পারে, তার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করছে না।' বিক্ষোভে অংশ নেওয়া স্থানীয় যুবক আকাশ মিশ্র বলেন, 'ওই মাঠে এলাকার ছেলেরা ফুটবল ও ক্রিকেট খেলত। প্রতি বছর ওই মাঠে টুর্নামেন্টও হত। কিন্তু রেলের চাকা এবং কারখানার গাড়িগুলো রেখে মাঠটিকে দখল করে রাখা হয়েছে।'

তাই খেলার মাঠ পুনরুদ্ধারের দাবিতে এদিন তাঁরা বিক্ষোভ সামিল হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

প্যালেস্টাইনের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করার দায় কে নেবে?

তেত্রিশ ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস, বাকিদেরও পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তি মিলবে। বিপরীতে, ধৃত ও বন্দি এক হাজার প্যালেস্টাইনিকে ছেড়ে দেবে ইজরায়েল। যে ত্রাণ ও সহায়তা ছাড়া গাজার অবশিষ্ট মানুষগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, গাজায় তা এ বার প্রবেশ করার অনুমতি দেবে ইজরায়েল। ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলিকে গাজা থেকে বার করে মিশরে নিয়ে যাওয়া যাবে বাকি চিকিৎসার জন্য। তবে এর মধ্যেও কিছু অস্পষ্টতা। বন্দিদের ছাড়ার ক্ষেত্রে ইজরায়েলের কিছু বাধ্যতামূলক নীতি আছে, যা মানতে গেলে অনেক আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। আশঙ্কা, পদ্ধতিগত অস্পষ্টতার চোটে পুরো যুদ্ধবিরতির পথটিই আরও অনিশ্চিত, আরও দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। ইজরায়েলের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন প্রশ্নে কখনও সোজাসুজি শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায় না, এবং হামাসের মতো চরমবাদী গোষ্ঠী সেই অস্পষ্টতার সুযোগ নেয় পুরো মাত্রায়। সুতরাং, পরবর্তী প্রশ্নগুলি ক্রমেই এসে জড়ো হবে। যেমন, এই যুদ্ধবিরতি মানে কি দুই তরফেই সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার? হামাস ছাড়া অন্য জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি কি আক্রমণ প্রত্যাহারের নীতি মেনে চলবে? প্যালেস্টাইনে উগ্রবাদী শক্তি অনেক, তাই তারা যদি সংঘর্ষের পথ থেকে সরে না আসে তা হলে হিংসা ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকেই যায়, বিশেষ করে এত অকারণ প্রাণক্ষয়ের পর প্রতিশোধস্পৃহা খুবই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষেরও সমর্থন পাবে প্রতিশোধ-নির্ণায়ক উগ্রবাদীরা। প্যালেস্টাইনের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা, নতুন করে নির্মাণ করার দায় কে নেবে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, গাজার রাজনৈতিক দখল এ বার কার হাতে থাকবে? ইজরায়েলই বলে দিয়েছে, অতঃপর প্যালেস্টাইনে হামাস আর কোনও ভূমিকা পালন করতে পারবে না। পাশাপাশি যে শেষ প্রশ্নটি ইজরায়েলিদের মনে নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে গুঞ্জরিত হচ্ছে, তা হল, আগামী সোমবার থেকে যখন বাইডেনের বদলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমস্ত রাষ্ট্রীয় ভূমিকা স্থির করবেন, তখন কি ইজরায়েল এ-যাবৎ কালের বন্ধু-উপদেশক-ত্রাতা দেশটির ভূমিকা পাল্টাবে? কতটা পাল্টাবে?

শব্দবাণ-১৬৮

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সন্দেশ ৩. কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে ৪. যত্ন ৬. দণ্ড দেওয়া, শাস্তি ৯. ধ্বজ ১০. ছয় মুখবিশিষ্ট।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আড়ম্বরহীন ২. দাঁতালো, দেঁতো ৩. ভৃত্য ৫. দুটি রাস্তার মিলনস্থান ৭. মানুষ ৮. খুঁটি, গোঁজ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬৭

পাশাপাশি: ২. ফায়দাতোলা ৫. জন্য ৬. কষ্ট ৭. রব ৮. ধাপা ১০. লঘুকরণ ।

উপর-নীচ: ১. ভেতো ২. ফাটাকপাল ৩. দাগ ৪. লাজবর্ষণ ৯. চাক ১১. ঘুড়ি।

জন্মদিন

আজকের দিন

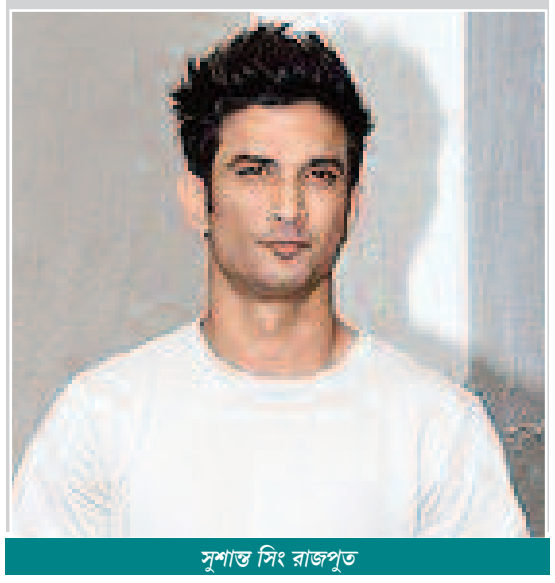

সুশান্ত সিং রাজপুত

১৮৬৩ *বিশিষ্ট দার্শনিক স্বামী ব্রহ্মানন্দর জন্মদিন।*
১৯২৪ *ভারতের রাজনীতিবিদ মধু দন্ডবতের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্মদিন।*

এসএসসি-র প্যানেল বাতিল না করে দ্রুততার সঙ্গে যোগ্যদের চাকরি সুনিশ্চিত করা জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

আবার এসএসসি-র ২০১৬-র নিয়োগ নিয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচার শেষ হল না, রায় দান মুলতবি হয়ে গেল। ৭ জানুয়ারির পর আবার ১৫ জানুয়ারি চলে গেল। আবার আগামী ২৭ জানুয়ারি তার রায় দানের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। এদিকে অনিশ্চিত জীবনের গভীর উৎকণ্ঠায় চাকরি প্রার্থীরা, শিক্ষানুরাগীদের কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ। আসলে এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের চূড়ান্ত দুর্নীতির রায় নিয়ে চাকরি প্রার্থীদের মতো রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে অধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ইতিমধ্যেই বিগত বছরের শেষের দিকে ১৯ ডিসেম্বরে যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করার অসম্ভবতায় গোটা প্যানেলটাই বাতিলের কথা ডিভিসন বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে জীবনে সর্বস্বান্ত হওয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অবৈধ ভাবে নিয়োগের জন্য বিপুল সংখ্যক চাকরি বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে প্রথমে তা স্থগিত হওয়ায় যেমন অবৈধ পথে চাকরি পাওয়াদের মধ্যে কিছু না হওয়ার খুশির হাওয়া বইতে থাকে,তেমনই যোগ্যদের মনে সুবিচারের আশাও জেগে ওঠে। সেক্ষেত্রে যোগ্যদের মধ্যে যে আশার আলো দেখা দিয়েছিল, যোগ্য-অযোগ্যদের বিভাজনের অসাধ্যতায় বিচারপতিদ্বয়ের আগাম বক্তব্যে তাও অচিরে মিলিয়ে যায়। অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যেভাবে প্রথমদিকে প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছিল,তা সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই ব্যাপক সংখ্যক চাকরি হারানোর বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। দুর্নীতির ইস্যুতে তা যেন সরকারবিরোধী টাটকা প্রমাণের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল। একের সর্বনাশ,অন্যের পৌষমাস মনে হলেও এরকম ভয়ঙ্কর পরিণতি কেউ প্রত্যাশা করেনি,ভাবতেই পারেনি।

সেক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬-র প্যানেলের ২৫৭৫৩ জনের চাকরি চলে যাওয়ার খবরে সারা রাজ্য জুড়ে তা নিয়ে তুমুল হৈচৈ পড়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তাতে বাতিল হওয়া চাকরির মধ্যে প্রায় তিনভাগই শিক্ষকের চাকরি। যারা এতদিন পথে নেমে শিক্ষকের হকের চাকরি পাওয়ার জন্য জীবনপণ করে রাজ্ঞ স্তায় পড়ে থেকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দাতে দাঁত চেপে দিনের পর দিন সুবিচারের প্রত্যাশায় সরকারি রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সুদীর্ঘ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল, অভ্যাসের ফেরে আমজনতার উদাসীনতায় তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তা জাগিয়ে তোলার প্রয়াসেও টালবাহানার খেলায় উপেক্ষা আর উদাসীনতা নেমে আসে। যে বিচারপতির সৎসাহসে ভর করে আন্দোলনের রাস্তাই একমাত্র রাস্তা মনে হয়েছিল, সেই বিচারপতির কর্মক্ষেত্র থেকে পদত্যাগ করে রাজনীতিতে যোগদানের মাধ্যমে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সেই রাস্তাই দুর্গম হয়ে ওঠে। সবদিক থেকেই বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপরেও তাদের নাছোড় মনোভাবে যখন মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ে যোগ্যতার প্রশ্নে গোটা প্যানেলটাই বাতিল হয়ে যায়, তখন তাদের দাবি মান্যতা পেলেও চাকরিহারা শিক্ষকদের হাহাকারে তারা পিছনে চলে যায় । সেখানে যোগ্য ও অযোগ্যদের তরজা বা অবৈধ চাকরির জন্য বৈধ শিক্ষকদের নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে, নির্বাচনী প্রচারের আলো শুষে নেয় । শুধু তাই নয়, তাতে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের প্রতিও তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ে সেই অসন্তোষ ক্রমশ নিস্তেজ হলেও চাকরিহারা শিক্ষকদের তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন রাজপথে নেমে আসে। স্বাভাবিক ভাবে তাতে শিক্ষকতায় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন পেছনের সারিতে চলে যায়। অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়ে যায় তীব্র প্রতিযোগিতা। সেখানে নির্বাচনী প্রচারে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে শুধু সময়ের দাবিই নয়, সেই সময় অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ মনে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে শুধু যোগ্যদের চাকরি ফিরে পাওয়ার হাতছানিই নেই, অযোগ্যদের অবৈধ চাকরির পরিবর্তে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। অথচ প্রত্যাশিত ভোটের রেজাল্ট না হওয়ার পর তার করুণ চিত্র সামনে চলে আসে। আসলে এক যুগের বেশি সময় ধরে এ রাজ্যের সরকারি কর্মক্ষেত্রে শূন্যতাবোধে কর্মপ্রার্থীরাই শুধু ভুক্তভোগী নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনেও ভয়ঙ্কর হতাশা গ্রাস করছে । সেখানে শুধু চাকরি চুরির কথাই মনে আসেনি, ভবিষ্যতের সাধ ও স্বপ্নও চুরির কথাও মনে করিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে হারানো চাকরি ফিরিয়ে দিলেই তার সমাধান হবে না, বৈধ পথে যোগ্যতার নিরিখে চাকরি পাওয়ার বিশ্বাসযোগ্যতাও ফিরিয়ে আনা জরুরি। সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রীর জরুরি তৎপরতায় সেই বৈধ পথের সুরাহা ও সুরক্ষা নতুন করে প্রত্যাশা জাগিয়েও অস্তাচলে দিনমণি।

আসলে সময়ে শুধু অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় না, অস্তিত্বকেও নতুন করে চিনিয়ে দেয়। সেখানে বৈধ-অবৈধের ধারণা থেকে যোগ্য-অযোগ্যের চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই আরও বেশি মুখর হয়ে ওঠে। চাকরি হওয়াতেই যেমন অবৈধ ধারণা বৈধতা লাভ করে বা চাকরি হলেই তার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়, এরকম বদ্ধমূল ধারণা যে ঠিক নয়, মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়েই তা প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, এর আগে পাকা চাকরি চলে যাওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি। যেখানে চাকরি পাওয়ার চেয়ে তা হারানোকে আরও কঠিন বলে তার স্থায়িত্বকে অক্ষয় করার সযত্ন প্রয়াস চলে, সেখানে স্থায়ী চাকরি চলে যাওয়ার মতো আকস্মিকতা সাধারণের মনে ভয়ঙ্কর নিঃস্বতাবোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাঙালির চাকরিসর্বস্ব জীবনে চাকরিই তার অস্তিত্বের উৎকর্ষ, পায়ের নীচের মাটি থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা সর্বত্র তার বিস্তার। সেখানে ছাত্রজীবন থেকেই তার মনে চাকরিই ধ্যান-জ্ঞান, উচ্চতর যোগ্যতার মাপকাঠি। এজন্য একের পর চাকরি সোপান বেয়ে অনেকেই মোটা মাইনের বা বড় চাকরিতে থিতু হয়ে থাকে। সেখানে চাকরিহারাদের মধ্যে অনেকেই পুরনো চাকরি ছেড়ে শিক্ষতার চাকরিতে এসেছেন বা জায়গা পরিবর্তন করেছেন। তাদের সমস্যা আরও ভয়াবহ। কেননা চাকরি হারিয়ে তারা আর পুরনো জায়গাতে আর ফিরে যেতে পারবেন না। অন্যদিকে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে বয়স, যোগ্যতা থেকে রেজাল্ট, অনুশীলন, স্বাস্থ্য সবেতেই পিছিয়ে থাকার প্রবল সম্ভাবনা। একে চাকরি হারানোয় পারিবারিক জীবনের আর্থিক বিপর্যয়, তার ওপরে সামাজিক সম্পর্ক ও সম্মানহানির ভয়, সর্বত্র আতঙ্ককে পুঁজি করে বেঁচে থাকার লড়াই জারি হয়। সেখানে অবৈধ পথে অযোগ্যদের চাকরির জন্য সেই সব যোগ্যদেরই আজ মূল্য দিতে হচ্ছে, ভাবা যায়! আজ স্কুলের প্রাঙ্গণ ছেড়ে চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য যোগ্যদের আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছে। চাকরি হয়ে গেলেই কেউ আর তাদের অবৈধ বলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না-র বদ্ধমূল ধারণা থেকেই যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি বিক্রি করার মতো ভয়াবহ দুর্নীতি যে ঘটেছে, কোর্টের রায়েই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সেই অবৈধ চাকরিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সরকারের সুপার নিউমারিক পদ সৃষ্টির অসাধু উপায়ও সংবদ্ধ দুর্নীতিকে চিনিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে সরকারি চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নটাই আজ বাস্তব জীবনে দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে যারা সেই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার স্বপ্নে বছরের পর বছর রাস্তায় পড়ে থেকে আন্দোলন চালিয়েছে, তারা জনতার করুণা পেলেও মর্যাদা পায়নি। তাদের অবিরত আন্দোলন ও আইনি পথের লড়াইয়ে যখন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণে গোটা প্যানেলটাই বাতিল হওয়ায় চাকরিহারা শিক্ষকেরা পথে নেমে এলেন, তখন তাঁদের দাবি-দাওয়ার চেয়ে হারানো চাকরি ফেরতের কথা জোরদার হয়ে ওঠায় তাঁরাই ব্রাত্য হয়ে গেলেন। অথচ তাঁরাই সবচেয়ে উপেক্ষিত হয়েছেন। কতগুলো বছর তাদের জীবন থেকে চলে গেছে, জীবনের প্রতি জেগে উঠেছে অবিশ্বাসের নিবিড় হাতছানি । আর্থিক প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা, জীবন গড়ে তোলার আয়োজন সবটাই তাদের অধরা মাধুরী হয়ে থেকে গেছে। অন্যদিকে যোগ্য চাকরিহারা থেকে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর বাইরেও রয়েছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী যারা সেই অনিশ্চিত অজানা ভবিষ্যতের দিকে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এক যুগের বেশি সময় ধরে কর্মক্ষেত্রের অকর্ষিত জমিতে ফসলের কোনও চিহ্ন নেই, তার বদলে দুর্নীতির আগাছায় তা পরিপূর্ণ, কোথাও ফসলের আশা নেই,জমির চাষযোগ্যতাই হারিয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবে একে কর্মসংস্থানের তীব্র আকাল, তার মধ্যে দুর্নীতির লাগামহীন নৈরাজ্য, সবদিক থেকেই বর্তমান অনিশ্চয়তায় ভোগা কর্মপ্রার্থী থেকে দিশাহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তার কুপ্রভাব গোটা সমাজজীবনকে অনিশ্চিয়তার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে । শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব। সেখানে পড়াশোনা করে কী হবে'র প্রশ্নটি অবিরত ঘুরপাক খায়। এজন্য এসএসসি-র প্যানেলটি বাতিল না করে যোগ্যদের চাকরি সুনিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। বঞ্চিতদেরও সব সুদে আসলে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক । তাহলেই সব হবে না, যারা অবৈধ পথে দুর্নীতির কারবারি ও বিভিন্ন ভাবে তার সহায়ক, যারা দুর্নীতি করে অন্যের চাকরি আত্মসাৎ করেছে, সুবিচারের স্বার্থেই তাদের সবাইকে বিচারের আওতায় আনা উচিত। দুর্নীতি করে যে যোগ্যদের কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না,যোগ্যদের বঞ্চিত করে চাকরি বিক্রি করলেও তা শেষ রক্ষা করা অসম্ভব,হকের চাকরি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না,তা সুনিশ্চিত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থেই প্যানেল বাতিল না করে প্যানেলটিকে দুর্নীতিমুক্ত করা জরুরি। যোগ্যতাই যে শেষ কথা সেই যোগ্যতার মানদণ্ডকে আবার ফিরিয়ে এনে সুশাসনে বিশ্বাসের ছবিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সেই বিশ্বাসের ছবি মনে জেগে উঠলেই বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার হৃত গৌরব ফিরে আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এজন্য দ্রুততার সঙ্গে সুবিচারের মাধ্যমে শিক্ষার সৌরভে বিশ্বাসের নিভন্ত বাতিঘর আবার জ্বলে উঠুক, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে আবার শিক্ষায় স্বপ্ন দেখা শুরু হোক।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ সুভাষ থেকে নেতাজী

শুভজিৎ বসাক

ভারতের রাজনীতিতে বর্তমান প্রজন্মের অনীহা ভারতে বিভিন্ন বিষয়কে সঙ্কটের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। প্রয়োজন তাদের এগিয়ে আসা, শিক্ষা যদি দেশ ও দশকের উপযোগী না হয়ে উঠে কেবল কুক্ষিগত হয়ে স্বার্থ সিদ্ধির কারণ হয় তবে সেক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের বিশেষ এক পর্বের কথা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিকভাবে জেনে রাখা জরুরি। শিক্ষাকে তিনি দেশের প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করলেন, দেশকে স্বাধীন করতে সিংহভাগ কর্তৃত্ব দখল করলেন।

ইংরেজ অধীন ভারতের ব্যাপারে খুবই কম খবরাখবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত, তাই তৎকালীন দেশের অবস্থা নিয়ে যা জানবার তার শতভাগই আসতো আত্মীয়স্বজন কিংবা পরিচিতদের সাথে আদনপ্রদানকারী চিঠি মারফৎ। যে প্রসঙ্গে বিষয়টির উত্থাপন সেই সময়টি হল ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, কয়েক সপ্তাহ আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শেষ হয়েছে। তখনই ভারত ছেড়ে সুভাষচন্দ্র বসু পাড়ি দেন ইংল্যান্ডে। এপ্রিলের ১৩ তারিখ ভারতে ঘটে যায় ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড, ব্রিটিশ সেনারা পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে চালায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড যার জেরে সেইসময়ে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে সারা ভারতবর্ষ। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি ফিরিয়ে দেন। ভারতীয় সাধারণ জনগণের মতো তাঁর মনেও চাপা ক্ষোভ দানা বাঁধে। সেইসময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর বিলেত যাওয়া ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ায় বিলেতে পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি জাতীয় আর আন্তর্জাতিক রাজনীতির খুঁটিনাটি, দর্শন, ইতিহাস আর অর্থনীতির জ্ঞানকেও ঝালাই করে নিতে থাকেন। বিলেতে পা রেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের হালচাল সম্পর্কে খুব কমই জানে সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিকেরা।

একইসাথে ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের জীবনধারা, চলাফেরা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের মানুষ যা কল্পনা করতে পারে না, সেই অধিকার ব্রিটিশদের হাতের মুঠোয়। মূলত স্বাধীন দেশের মানুষের জীবন কতটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হতে পারে, প্রথমবারের মতো তিনি ইংল্যান্ডে এসে অনুভব করেছিলেন। এখানে না আসলে হয়তো ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার চিন্তা, সমস্যাগুলোকে গভীরভাবে ভেবে দেখার তাগিদ বোধহয় তাঁর মধ্যে সহজে এসে দানা বাঁধত না। এমনকি ভারতবাসীকে ব্রিটিশরা পরাধীনতার শৃংখলে বেঁধে রেখেছে বলে একদিকে যেমন ক্ষুব্ধ হতেন, অন্যদিকে মুগ্ধ হতেন কী সুনিপুণভাবে ভারতের মতো বিশাল সব সাম্রাজ্যেকে শাসন করে চলেছে। একটা সময় তিনি বুঝতে পারেন যে ভারতের পরাধীনতার জন্য ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব অনেকাংশে দায়ী একইসাথে স্বাধীন দেশের সুবিধা সম্পর্কে এই মানুষগুলোকে বোঝাতে না পারলে যে তাদের মুক্তি অসম্ভব তাও উপলব্ধি করেন। এসব কিছু অনুধাবন করে ১৯২১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসু চিত্তরঞ্জন দাসকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে তিনি আইসিএস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে চতুর্থ হয়েছেন, কিন্তু তিনি চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন না। দেশে ফিরে মানুষের জন্যই কাজ করতে চান। সেই চিঠিতেই কংগ্রেসের সাথে যোগ দেওয়ার চিন্তা চিত্তরঞ্জন দাসকে জানালেন তরুণ সুভাষ।

চাইলে সুভাষচন্দ্র বসু বিলাসিতার জীবন কাটাতেই পারতেন কিন্তু তিনি তাঁকে ব্যয় করলেন দেশ ও দশের খাতিরে। যা অসম্ভব তাকে করে তুলেছিলেন সম্ভব, শিক্ষাকে আদর্শের দর্শন হিসাবে ব্যবহার করলেন যা আজ প্রায় মূল্যহীন। সত্যিই সেদিন যদি তিনি সর্বোচ্চ পদে চাকরিতে যোগ দিতেন আজও ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের তদারকিতেই অধীনস্থ হয়ে থাকত। বাস্তবিক পরিসরে শুধু বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে স্বার্থসিদ্ধি কায়েম করাই আজকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সেই অর্থে নেই। ভুক্তভোগী দেশবাসী।

বলাইবাহুল্য, পরবর্তীতে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু বা পথপ্রদর্শক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে সমস্ত পরিসরে যথাযথ ভাবে সুযোগ্য করে তুলেছিলেন। যে মানুষটিই পরবর্তীকালে সর্বত্র বলেছিলেন, 'আমার সুভাষকে আমি তোমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছি। ও কিন্তু আমার সবচেয়ে দামি হিরের টুকরো। অপেক্ষা করো, ও তোমাদের সবকিছু ফিরিয়ে দেবে।' নিরাশ করেননি সুভাষ আর সাধারণ স্তরের সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠলেন আজকের নেতাজী।

কোলিয়ারি কো-অপারেটিভ ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়, বোর্ড গঠন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: খনি সংস্থা ইসিএলের পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার মাধাইপুর কোলিয়ারি কো-অপারেটিভে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা।

সোমবার সম্পূর্ণ হল বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া। সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন কাঞ্চন কুমার ঘোষ, সহ চেয়ারম্যান কার্তিক কুমার দাস, সেক্রেটারি স্বপন কুমার ঘোষ, টেনেল চেয়ারম্যান জয়ন্তী ভান্ডারী। উল্লেখ্য, মাধাইপুর কোলিয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে নির্বাচনের জন্য ১৭ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র জমা দিন। নির্বাচনের দিন নির্ধারিত ছিল ৮ জানুয়ারি। কিন্তু মোট ন'টি আসনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়ন জমা দেয়নি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে বোর্ড গঠন করল তৃণমূল। শাসক দলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ নবনির্বাচিত পদাধিকারীদের শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, তৃণমূল যেমন এলাকার মানুষের পাশে আছে তেমন সব সময় সর্বদা শ্রমিকদেরও পাশে থাকে সেই কারণেই এই জয় বলে জানান তিনি।

১২ মিনিটে ১৩০টি অঙ্ক করে তাক লাগাল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাইন্ড মন্ত্রা অ্যাবাকাস ন্যাশনাল পরীক্ষায় কলকাতার সাইন্স সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল ভাতারের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী আসমা উল হুসনা। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার গার্লস হাই স্কুল ও মাইন্ড মন্ত্রা ভাতার সেন্টারের ছাত্রী আসমা উল হুসনা। মাত্র ১২ মিনিটে ১৩০ টি অঙ্ক করে প্রথম স্থান অধিকার করে সে। ভাতার ব্লক থেকে মোট ৩৯ জন ছাত্র ছাত্রী কলকাতার সাইন্স সিটিতে পরীক্ষায় অংশ নেয়। যার মধ্যে আসমা প্রথম স্থান অধিকার করে।

আসমা উল হুসনা জানায়, তার এই সফলতা এসেছে তার শিক্ষিকাদের জন্য। ভাতার অ্যাবাকাস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মলিমালা রায় জানান, তার স্কুল থেকে মোট ৩৯ জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। সেখানে আসমা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বাকি বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী পজিশন পেয়েছে।

সকলের জন্য তার আশীর্বাদ রইল। তারা যাতে আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারে আগামী দিন।

ব্যান্ডেলে হাসপাতালের গাফিলতি, মহিলার মৃত্যুর অভিযোগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগ। মৃত এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগড়া বরোপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম কিরণ দেবী সাউ (৪৫)। তিনি মগড়া এলাকারই বাসিন্দা। পেশায় দর্জি। পোশাক তৈরির কাজ করতেন।

জানা গিয়েছে, গত ৮ জানুয়ারি পেটে ব্যথা নিয়ে ব্যান্ডেল ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি হন ওই মহিলা। এরপর রবিবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, ওই মহিলার চিকিৎসাই হয়নি। অবস্থা খারাপ হলেও চিকিৎসা করা হয়নি। হাসপাতালের নার্স স্বাস্থ্য কর্মীরা দুর্ব্যবহার করেছেন রোগী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে। এমনকী, অন্য হাসপাতালে রেফার করার কথা বললেও করা হয়নি। এদিন, মৃতার পরিজন এলাকাবাসী হাসপাতালে জড়ো হয়েছে পুলিশ হাজির হয়। ব্যান্ডেল ফাঁড়ি থেকে পুলিশ আসে। মৃতার মেয়ে রূপা সাউ বলেন, 'পেটে ব্যথা আর গ্যাস ছিল, ডাক্তার বলল কিছু হয়নি। সব রিপোর্ট নর্মাল আছে। যদি সব রিপোর্ট ঠিক থাকে তাহলে আমার রোগী কেন মারা গেল? কী করে আইসিউ-তে নিয়ে যাওয়া হল? এখন ডাক্তার চুপ করে আছে। আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।'

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মন্তব্যের প্রতিবাদে পানাগড়ে কুশপুতুল দাহ ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে আরএসএস এর একটি অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত বলেন, ১৫ অগস্ট দেশ স্বাধীন হয়নি। দেশ স্বাধীন হয়েছিল যেদিন রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে পথে নামে কংগ্রেস কর্মীরা। সোমবার সকালে পানাগড় বাজারে পুরাতন মাছ বাজারে তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি মোহন ভাগবতের কুশ পুতুল দাহ করেন কংগ্রেস কর্মীরা। কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পূরব ব্যানার্জি বলেন, গত কয়েকদিন আগে আরএসএস এর প্রধান মোহন ভাগবত দেশ স্বাধীন নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাতে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামীদের অপমান করা হয়েছে বলে দাবি তুলে তারা প্রতিবাদে নেমেছেন। যতক্ষণ না প্রকাশ্যে বা সংবাদ মাধ্যমের সামনে তার এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইছে ততদিন তাদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি জারি থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিন এই কর্মসূচিতে কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের সভাপতি ছাড়াও ব্লকের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে একই কর্মসূচি পালিত হয় মানকর স্টেশন সংলগ্ন কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে মানকর গুসকরা রোডে। সেখানে বুদবুদ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মোহন ভাগবতের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তার কুশপুতুল দাহ করা হয়।

বহু পুরনো গ্রেনেড উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বিদবিহার এলাকায় অজয় নদের পার থেকে বহু পুরাতন একটি গ্রেনেড উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। সোমবার পানাগড় সেনা ছাউনির সেনা কর্মীরা গ্রেনেডটি উদ্ধার করে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৭৬ সালের ইন্ডিয়ান মেড গ্রেনেড ওটি। গ্রেনেড কোনও কারণে ফাটেনি। সেটি নদের পারে মাটি চাপা পড়ে ছিল। গ্রেনেডটি ওই জায়গায় কিভাবে এল সঙ্গে তদন্ত করে দেখতে হবে। স্থানীয়রা দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এলাকার অনেকেই দেখে মাটির থেকে কিছু একটা বেরিয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে বোমা জাতীয় কিছু একটা মনে হয়। তারা তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেয়। কাঁকসার মলানদিঘি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে রাখে। তার পরেই সেনা আসে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: হারিয়ে যাওয়া মোবাইল প্রাপকদের হাতে তুলে দিল হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার ১৬৭টি মোবাইল হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকার মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। বাগনান থানা এলাকায় এক অনুষ্ঠানে উলুবেড়িয়ার এসডিপিও শুভম যাদবের উপস্থিতিতে এদিন মোবাইলের প্রকৃত মালিকদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি মোবাইলের মালিকরা। বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাস জানান, 'অনেকে কষ্ট করে ফোন কেনেন। তা হারিয়ে গেলে অনেক সমস্যা হয়। এগুলো ফিরিয়ে দিতে পেরে ভালো লাগছে'।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ৩০.০১.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

আগ্রহী দরদাতাগণ কেবল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য দর দিতে পারেন। যাইহোক, জমি এবং ভবনের সহিত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি একত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। শুধু জমি এবং ভবন বিক্রি করা হবে না।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ০৭.০২.২০২৫ সকাল **১১টা থেকে দুপুর ৩টার** মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **৯,৪১,০০,০০০.০০ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) অসীম কুমার মিত্র এবং কর্পোরেট জামিনদাতা : মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লি.** কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১) ৩.৩০ কোটি টাকা [(ক) ৩.০৬ কোটি টাকা + (খ) ২৪.০০ লাখ টাকা] এবং বায়না জমা ৩৩,০০,০০০.০০ [(ক) ৩০.৬০ লাখ টাকা + (খ) ২.৪০ লাখ টাকা]
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **১,০০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তি -১ : ক) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি , গ্রাম/পো : সিহর, জেলা বাঁকুড়া, থানা : কোতুলপুর, মৌজা সিহর, জেএল নং ১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫ এবং ৩৮৯, আরএস প্লট নং ৫২৭৯, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩, ৫২৮৪, ৫২৮৬, ৫২৮৭, ৫২৮৮, ৫২৮৯, ৫২৯০, ৫২৯১, ৫২৯২, ৫২৯৩, ৫২৯৪, ৫৩০৬, ৫২৮১/৫৫১৬, ৫২৮১/৫৫১৭, ৫২৮১/৫৫১৮ এবং ৫২৮৩/৫৫১৯ দলিল নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭, ৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫৪, ৫৯৬০, ৫৯৬১। সম্পত্তি শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি এর নামে ২০০২ সালের সারফেসি আইন/আরডিএফবিআই আইন ১৯৯৩ অধীনে। **মোট জমির এরিয়া ১.৫১ একর** সমুদয় বিক্রি করা হবে।
খ) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. গ্রাম/পো : সিহর, জেলা : বাঁকুড়া ৭২২১৬১ এর নামে ২০০২ সালের সারফেসি আইন/আরডিএফবিআই আইন ১৯৯৩ অধীনে ঠিকানায় অবস্থিত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সম্পদ (স্ক্র্যাপ হিসেবে) সমুদয় বিক্রি করা হবে।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **২১,৭১,৯৪১.০০ টাকা (২৮.০৯.২০২২ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রীমতী করবী চৌধুরী** স্বামী শুভঙ্কর চৌধুরী কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৮.৯৩ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮৯,৩০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **২০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত একতলায় কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনের ফ্ল্যাট নং জিএফ-৪, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৬৭ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম,এক ডাইনিং তথা লিভিং, এক কিচেন, এবং দুই টয়লেট(সংলগ্ন), এবং এক ঢাকা গ্যারাজ একতলায় গ্যারেজ নং ১ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত কোন্নগর পুরসভার অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ২১/এ, রাম মোহন প্লেস, পো : কোন্নগর, ওয়ার্ড নং ১৭, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, **দলিল নং ০৩৭৩/২০১৭, করবী চৌধুরীর নামে।**
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **৩১,২১,০৪৭.২৮ টাকা ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স দামোদর কৃষি বিপনি, স্বত্বা - মনোজ কুমার দারি,** পিতা কানাইলাল দারি, **সুশীল কুমার দারি (জামিনদাতা)** কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৮.৯৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮৯,৫০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **৫০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তির মালিকের নাম : ১) মনোজ কুমার দারি এবং ২) সুশীল কুমার দারি। দলিল নং ১-৫৪০৩/১৯৮৩। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ০.০৪ একর, জেএল নং ৯৩, খতিয়ান নং ৯৩৬ এবং ৯৩৭, আরএস প্লট নং ২৬৪৪/২৯৪১,এলআর প্লট নং ৭০৬,মৌজা :কুতরুকি, পো : উষাগ্রাম, থানা : গলসি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান,৭১৩৪০৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মৃত্যুঞ্জয় রায়ের খালি জমি, দক্ষিণে : স্বপন রুইদাসের খালি জমি, পূর্বে র পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : বলাই রুইদাসের ভবন।
সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত

ক্রম নং ০৪ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **৯,৭৬,২৫,০৯৫.৪৬ টাকা (১১.০৬.২০১৫ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি. এবং অংশীদার/জামিনতাগণ : ১) শ্রী শ্রীকান্ত কেশ ২) শ্রীমতী আনন্দময়ী কেশ ৩) শ্রী সুরজিৎ যশ ৪) শ্রী রবীন্দ্রনাথ যশ ৫) শ্রী অভিজিৎ যশ**- কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ : ৩.৩০ কোটি টাকা এবং বায়না জমা ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **১,০০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তি নং ১ :
ক) অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা লি., গ্রাম : মূলগ্রাম, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩৪২৬, মৌজা : মূলগ্রাম এবং সিজনা, জেএল নং ২৫, ২৬, খতিয়ান নং ২৫২২, ২১৫৫, **এরিয়া ২.৬৫ একর, স্বত্ব দলিল নং ৩৫৫, ৩৫৭, ৪৫২ -২০০৯ সালের, অজিত কুমার অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস প্রা লি. এর নামে ফ্যাক্টরি জমি, শেড এবং ভবন সমুদয়।**
খ) জমি মৌজা সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, খতিয়ান নং ৭২৮, **এরিয়া ০.৬৪ একর, দলিল নং ২৫৪/২০১০ , শ্রীকান্ত কেশ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।**
গ) জমি মৌজা সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, ৭৮৪/৯৭৪, খতিয়ান নং ৫৫৭, ৭২৮, **এরিয়া ০.৭৬ একর, দলিল নং ১২৬৩, ১২৬৪ এবং ১২৬৬ -২০১২ সালের শ্রীকান্ত কেশ এর নামে।**
মোট জমির এরিয়া ৪.০৫ একর।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৫ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **৯,৯৫,১১,২১২.০৩ টাকা (৩১.০৩.২০১৫ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) শ্রী অসীম কুমার মিত্র কর্পোরেট জামিনদাতা - শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং - ১ : ২,১৬,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ২১,১৬,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং - ২ : ৪,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৪০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১,০০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৩.৪৬ একর জমি এবং তদস্থিত কোল্ড স্টোরেজ ভবন **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি.** এর নামে অবস্থিত থানা বিষ্ণুপুর, মৌজা : আপার আমডহরা, জেএল নং ১৪৬, সিএস /আরএস খতিয়ান নং ২৯ এবং ৩০, আরএস প্লট নং ২৩৫, ২৩৬, এলআর প্লট নং ১৭২, ১৭৩(অংশ), দলিল নং ১-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ -১৯৮৮ সালের। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : কৃষকের জমি, পশ্চিমে : গ্রাম পঞ্চায়েত সড়ক, উত্তরে : অংশত প্লট নং ১৭২ বিভাজিত নং কোল্ড স্টোরেজের নামে, দক্ষিণে : বাঁকাদহ গ্রাম।
সম্পত্তি নং ২ : মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. এর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি স্ক্র্যাপ আকারে।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ২১.০১.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
TATA
CIN NO 65990MH1991PLC060670
ওয়েবসাইট : www.tatacapital.com
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
শাখা অফিস : ৩০২, অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট - IV [রুল - ৮(১)]
দখল নোটিশ

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডে ("টিসিএল") একটি নন ব্যাংকিং ফিনান্স কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস ১২শ তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), মুম্বই বেঞ্চ কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ("টিসিএফএসএল") এবং টাটা ক্লিনটেক ক্যাপিটাল লিমিটেড ("টিসিসিএল") হস্তান্তরকারী এবং টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড ("টিসিএল") অধিগ্রহণকারী হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং রুলসের ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা এবং ৬৬ অধীনে ("উক্ত প্রকল্প") সংযুক্ত প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। সংশ্লিষ্ট শর্ত অনুযায়ী টিসিএফএসএল এবং টিসিসিএল (হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলি) এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি চালু সংস্থা হিসেবে টিসিএল (অধিগ্রহণকারী কোম্পানি) সংযুক্ত হবে এবং তাদের সমুদয় সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, স্বার্থ, দায়িত্ব, দায়, বাধ্যবাধকতা, চুক্তি, চুক্তিনামা, জামিন ইত্যাদি সহ এবং আরও নির্ধারিতভাবে প্রকল্পে বর্ণিত মতে কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে। উক্ত নির্দেশ এবং প্রকল্প অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তির সুবিধা নথি অনুযায়ী টিসিএফএসএলের দ্বারা (বর্তমানে সংযুক্ত টিসিএল এর সহিত) এবং সমুদয় বকেয়া টিসিএলকে বর্তাবে।

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লি. ("টিসিএল") এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এবং টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি (বর্তমানে টিসিএল-এর সহিত সংযুক্ত) ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ("উক্ত নোটিশ") ঋণগ্রহীতা (১) ভুবনেশ্বরী সীফুড প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধকারী), (২) শ্রী সুজিত কুমার দাস (জামিনদাতা), (৩) শ্রীমতী সোমা দাস (জামিনদাতা) এবং (৪) শ্রী তাপস দাস (জামিনদাতা) কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬,৫০,১৭,৩৩২.৩৯ টাকা (ছয় কোটি পঞ্চাশ লাখ সতের হাজার তিনশ বত্রিশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) টাকা** ১৪ অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধকারী/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধকারী এবং জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে অনুমোদিত অফিসার টিসিএল (টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড এর হস্তান্তরকারী) নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি এবং স্বত্ব দলিলাদির জমাকৃত মেমোর‍্যান্ডামের স্বত্ব দখল নিয়েছেন ৩০.০৯.২০২১ তারিখে, সারসাই সার্টিফিকেটের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ৪০০০৫৬৪১৪৫৯৬ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের বিক্রয় দলিলের সিডিউল মোতাবেক জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, বালাসোর, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৭২ ডকুমেন্ট নং ১০০৬২১০৮২২০ -২০২১ যেখানে নিম্নে বর্ণিত জমির সকল অংশ নিচে উল্লিখিত কাঠামোর সাথে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন সুরক্ষিত সম্পদ ধারার অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নীচের তফসিলে উল্লেখ করা হয়েছে এই ১৬ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে এই আইনের ১৩ (৪) প্রাসঙ্গিক বিধিগুলির সাথে পঠিত অনুযায়ী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধকারী/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে,কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে টিসিএল (টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর হস্তান্তরকারী) নিকট বকেয়া পরিমাণ **৬,৫০,১৭,৩৩২.৩৯ টাকা (ছয় কোটি পঞ্চাশ লাখ সতের হাজার তিনশ বত্রিশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) টাকা** ১৪ অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/দায়বদ্ধকারীগণ/জামিনদাতাগণ-এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তপশিল
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে

সার্ভে/ডোর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক এসি ১.০৭ ডেলিমেখ সমপরিমাণ ৪৬,৬১০ বর্গফুট জামিনদত্ত আইডি নং ৪০০০৫৬৪১৪৫৯৬, অবস্থিত থানা : নং ২১১, মৌজা : বীরুয়ান, নতুন খতিয়ান নং ৫১৬/১২০৩। পুরানো খতিয়ান নং ৫১৬/৬৭, প্লট নং ১১৭৭, জেলা : বালাসোর, থানা : বালাসোর সদর।
পাট্টা/খাতা নং প্লট নং ..../ফ্ল্যাট নং	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক এসি ১.০৭ ডেসিমেল সমপরিমাম ৪৬,৬১০ বর্গফুট জামিনদত্ত আইডি নং ৪০০০৫৬৪১৪৫৯৬। অবস্থিত থানা নং ২১১, মৌজা : বীরুয়ান, নতুন খতিয়ান নং ৫১৬/১২০৩, পুরানো খতিয়ান নং ৫১৬/৬৭, প্লট নং ১১৭৭, জেলা বালাসোর, থানা : বালাসোর সদর। দোতলা ভারবহনকারী/আরসিসি/ শেড কোর হাউস, একতলা, দোতলা মেন বিল্ডিংয়ের, স্টাফ কোয়ার্টার -সি ফুট প্রসেসিং ইউনিটের, কার্পেট এরিয়া আরও নির্দিষ্টভাবে স্বত্ব নথি/বিক্রয় দলিল নং ১০০৬২১০৮২২০ তারিখ ২২.০৯.২০২১, রেজিস্ট্রিকৃত বালাসোরে।
পরিমাণ/এরিয়া সম্পত্তির	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক এসি ১.০৭ ডেসিমেল সমপরিমাম ৪৬,৬১০ বর্গফুট জামিনদত্ত আইডি নং ৪০০০৫৬৪১৪৫৯৬। অবস্থিত থানা নং ২১১, মৌজা : বীরুয়ান, নতুন খতিয়ান নং ৫১৬/১২০৩, পুরানো খতিয়ান নং ৫১৬/৬৭, প্লট নং ১১৭৭, জেলা বালাসোর, থানা : বালাসোর সদর।
স্থান/চিহ্নিত/এরিয়ার নাম, মহল্লা (স্থানটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করণ জরুরি কারণ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর জন্য)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক এসি ১.০৭ ডেসিমেল সমপরিমাম ৪৬,৬১০ বর্গফুট জামিনদত্ত আইডি নং ৪০০০৫৬৪১৪৫৯৬। অবস্থিত থানা নং ২১১, মৌজা : বীরুয়ান, নতুন খতিয়ান নং ৫১৬/১২০৩, পুরানো খতিয়ান নং ৫১৬/৬৭, প্লট নং ১১৭৭, জেলা বালাসোর, থানা : বালাসোর সদর।
শহর/জেলা	জেলা বালাসোর, ওড়িশা
চৌহদ্দি :	
পূর্বে	প্লট নং ১১৪১
পশ্চিমে	প্লট নং ১১৭৪
দক্ষিণে	প্লট নং ১১৭৮ এবং ১১৭৯
উত্তরে	প্লট নং ১১৪১

তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ২০২৫
স্থান : সদর, বালাসোর

অনুমোদিত অফিসার
স্বা/-
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতীয় রেলওয়ের জনবিজ্ঞপ্তি

রেলওয়ে লাইন এবং পরিসর ব্যবহারকারী সকলকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, **মেট্রো রেলওয়ের** নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ হওয়া **নির্দিষ্ট শাখাতে নিম্নোক্ত তারিখ বা তার পরবর্তী সময় থেকে ৭৫০ ভোল্ট, ডিসি ৩য় রেল ট্র্যাকশন সিস্টেম তড়িতাহিত করা হবে (স্থায়ী রূপে চার্জিং করা হবে)।** ওই দিন বা তার পর থেকে ওই ৩য় রেল ট্র্যাকশন লাইন সর্বদা তড়িৎবাহী বলে গণ্য হবে এবং কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ৩য় রেল-এর নিকটবর্তী স্থানে যেতে বা কাজ করতে পারবেন না। **● শাখা ঃ দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে জয় হিন্দ স্টেশন (বিমানবন্দর স্টেশন) যার মধ্যে নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর শাখার আপ লাইনের ডাক্ট ও টানেল অংশের যশোর রোড স্টেশন রয়েছে। আপ লাইন ঃ মেট্রো রেলওয়ের দমদম ক্যান্টনমেন্ট (সিএইচ. ২৯৫২.৯৯৩) থেকে জয় হিন্দ বাফার প্রান্ত (সিএইচ. ৬৭৩১.৬৬০) এবং জয় হিন্দ ইয়ার্ডে ০.২৯৬ কিমি রিভার্সাল লাইন-২-তে সিএইচ. ৬৪৭২.০৯২ থেকে বাফার প্রান্তে (সিএইচ. ৬৭৬৮.০৭৬) পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের জন্য। তড়িতাহিতকরণের তারিখ ঃ ২৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো** থেকে।

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Bally Co-operative Bank Limited
Head Office: 396, Grand Trunk Road, Bally, Howrah-711201
(Regd. No.08; Date 03.10.1925) , ESTD.:1925
R.B.I. Licence No. UBDW.B. 01/2001-2002,
PHONE :2654-2108, FAX: 91-033-2654-3296 Email: ballybank3296@gmail.com

প্রতিনিধি নির্বাচন - 2025
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং - 03/Delegate Election/2025 তারিখ: 20-01-2025

সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক, হাওড়া রেঞ্জ তথা হাওড়া সমবায় সমিতি সমুহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার(Returning Officer) দ্বারা আদেশ নং 914 Dt. 24/07/2024 এবং 1109 Dt. 05/09/2024 দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমরা মোহাম্মদ আনিস সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ও শ্রী শচীন্দ্র নাথ বালা সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক হাওড়া রেঞ্জ তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (Assistant Returning Officer/ARO) এতদ্বারা বালী কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য, সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হইল যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্যের কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিত ভাবে ইং 31/01/2025 তাং এর মধ্যে সমিতির প্রধান অফিসে যে কোনও কাজের দিনে সকাল 11.00 টা থেকে বিকাল 4.00 টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উপরি উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং 04/02/2025 ও 05/02/2025 তারিখে দুপুর ১২ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার (Assistant Returning Officer/ARO) দ্বারা সমিতির প্রধান কার্যালয়ে শুনানি হইবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং 07/02/2025 তারিখে প্রকাশিত হইবে।

স্বা:/- শ্রী শচীন্দ্র নাথ বালা
সহকারি নির্বাচন আধিকারিক
বালী কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্বা:/- মোহাম্মদ আনিস
সহকারি নির্বাচন আধিকারিক
বালী কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন (ইআর)
নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল,
২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০,
পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স যশোদা ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৩৩, সি আর এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১২ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১০ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**অসম রাজ্যে**" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দদিনের) মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

আবেদনকারীর পক্ষে
যশোদা ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, সি আর এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১২
স্বা/-
অনুপম শর্মা, ডিরেক্টর
ডিন : ০১৬২৫৩৩২

তারিখ : ২১.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 17.01.2025 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স ঋষি এন্টারপ্রাইস (ইহার ডাইরেক্টর্স/স্বত্বাধিকারী জীতাঞ্জলি মিশ্র মাধ্যমে) 2. জীতাঞ্জলি মিশ্র 3. উমেশ মিশ্র	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ 711204'র চৌহদ্দির মধ্যেই পরিসর নং 40, অভয় গুহ রোড, থানা – বেলুড়, পুরাতন রূপে বালি, জেলা – হাওড়া, ওয়ার্ড নং 25, হওয়া জে.এল. নং 16, আর.এস. দাগ নং 2900 এবং 2901, এল.আর. দাগ নং 3115, 3117, খতিয়ান নং 1329 (পুরনো 1098), হোল্ডিং নং 40 (বিএল–6–এ) সম্বলিত বালি (এম) মৌজা – বারাকপুরে থাকা ও অবস্থিত 8 কাঠা, 3 ছটাক ও 29 বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত অনুপাতিক ভাগীদার যুক্ত একত্রে 1036 বর্গফুটের সুপার বিল্ডআপ এরিয়া থাকা, ইমারতের, 6ষ্ঠ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং 6–এ। সীমানা: পূর্ব – বিল্ডিংয়ের কমন জায়গা (উন্মুক্ত আকাশ); পশ্চিম – কমন লবি এবং ফ্ল্যাট নং 6–বি; উত্তর – পিছনের কমন জায়গা (উন্মুক্ত আকাশ); দক্ষিণ – সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং 6–বি	H1729922 06211121 46 / KOLHL20 000003	13-09-2024	টাঃ 2,42,424/-	টাঃ 54,15,117.47/-	টাঃ 24,24,240/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	11.02.2025 বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধীনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **10/02/2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **11/02/2025**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **12/02/2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ, **নাম – শ্রী অশেষ সাহা, যোগাযোগ নং : 9800868054 এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং 9920490126, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সি.এস.টি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক উহার কোনও কারণ না দর্শিয়ে এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিড/অফার গ্রহণ/খারিজ/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল করতে বা মুলতবি রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 21.01.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

স্যালাইন কাণ্ড : জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশে আইএমএ'র ৫ সদস্যর প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কর্ম বিরতি চালিয়ে যাওয়া বরখাস্ত জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সোমবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরিদর্শনে আসেন আইএমএ -র পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। হাসপাতাল পরিদর্শনের পর তারা জানান, হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনায় সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসকদের কোনও দোষ দেখ ছিনা। সাসপেনশনের বিষয়টি আমরা দেখ ছি। আইনি সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছি। ৯ জানুয়ারি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে পাঁচ জন প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর স্যালাইনে বিষক্রিয়া এবং চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ওঠে।

এরপর মোট ১৩ জন চিকিৎসককে বরখাস্ত করা হয়। অভিযোগ জানানো হয় থানায়। এরই প্রতিবাদে কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ। প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনার পর হাসপাতলে সিআইডি, জাতীয় মহিলা কমিশন ইতিমধ্যেই গাফিলতি নাকি ওষুধে বিষক্রিয়া, তা খতিয়ে দেখে গেছে। এবার অভিযোগ খতিয়ে দেখলেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দল।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও মেডিক্যালের অধ্যক্ষের পাশাপাশি জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গেও কথা বলেন আইএমএ'র রাজ্য সভাপতি চন্দন ঘোষাল, সহ-সভাপতি চিরঞ্জিত মুখার্জি, রতন চক্রবর্তী শুভদীপ ঘোষ ও মেদিনীপুর শাখার সভাপতি কৃপা সিন্ধু গাতাইত। সাংবাদিকদের তারা জানান, চিকিৎসায় গাফিলতির কোনও অভিযোগ তারা পাননি।

এদিন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি সিআইডির একটি টিমও হাসপাতালে পৌঁছে মাতৃমা বিভাগে ভর্তি থাকা রেখা সাউয়ের সঙ্গে কথা বলে। এরপর সিআইডি দলের সদস্যরা নার্সিং হোস্টেলের সুপার এর কাছ থেকে ওই দিন কোন কোন নার্স ডিউটিতে ছিলেন তা জানতে চান।

অভয়ার বিচারে খুশি নন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন মামলায় মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদন্ডের সাজা দিয়েছে শিয়ালদা আদালত। সেই রায়ে ব্যক্তিগতভাবে খুশি নয় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এমনটাই জানালেন কামারপুকুরের চটিতে সভা করতে এসে সোমবার। তিনি এটাও জানিয়েছেন, এই রায়ে সমাজ, সাধারণ মানুষ এবং তিলোত্তমার পরিবার কেউ খুশি নয় বলেও জানান শুভেন্দু অধিকারী। জানা গেছে, এদিন তিনি আলু চাষি ও ব্যবসায়ীদের জীবন জীবিকার রক্ষার্থে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে একটি বিশাল প্রতিবাদ সভা করতে এসেছিলেন আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত কামারপুকুর চটিতে। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন তিনি। এই সভায় প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। সভায় ছিলেন বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, মনোজ পান্ডে, অসিত কুন্ডু থেকে শুরু করে অন্যান্য সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব। আরজি কর ঘটনার রায় প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী জানান, আইন তৈরি হয় মানুষের জন্য। মানুষ এই রায় খুশি নয়, সমাজ জনসাধারণ পরিবার কেউ খুশি নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি নয়। পাশাপাশি চাষিদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, আলু চাষিদের স্বার্থে আমরা এই আন্দোলন শুরু করলাম। আলু চাষ থেকে শুরু করে আলু ব্যবসায়ী সহ সকলকে নিয়ে এই আন্দোলন চলবে। সরস্বতী পুজোর পর আরও বৃহত্তর আন্দোলন করব। এই রাজ্যে একদিকে চাকরি নেই, শিল্প নেই। যে সমস্ত কৃষকেরা ক্ষতি হয়েছে তারা কেউ ক্ষতিপূরণ পায়নি, আর যারা তৃণমূল করে তারাই ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। সবমিলিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে এটাও বলতে শোনা যায় 'কৃষক মারা সরকার আর নেই দরকার'।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নতুন উপাচার্য কবে যোগ দেবেন, সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, নতুন উপাচার্যের নাম সামনে আসতেই নিজের পথ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। বর্তমানে উপাচার্যহীন অবস্থায় রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ি। তিনি জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় যাতে দ্রুততার সঙ্গে গড়ে তোলা হয়, সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো জেলার সদর শহর বালুরঘাটে অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পঠন-পাঠন শুরু হলেও দীর্ঘ সাত বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ঘর নির্মাণ সম্ভব হয়নি। ইউজিসির অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ সম্ভব হয়নি। জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় যাতে দ্রুততার সঙ্গে গড়ে তোলা হয় সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে বালুরঘাটের বিধায়ক ড অশোক লাহিড়ি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে আপনি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ সাত বছর হয়ে গেল আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী জমি নিরূপণ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। তাই আপনার কাছে বিধায়ক হিসাবে খোলা চিঠির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সোমবার বালুরঘাটে বিধায়কের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরলেন বালুরঘাটের বিধায়ক ডঃ. অশোক লাহিড়ি।

নদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাও স্লোগানকে হাতিয়ার করে ৭৫০ কিমি সাইকেল যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নদী আমাদের মায়ের মতো। তার জল আমাদের জীবন বাঁচায়। কিন্তু আজ সেই নদীই সংকটে। কেন? কারণ গত কয়েক বছর ধরে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত কমে গেছে। অবৈধভাবে ভাবে নদী থেকে বালি তোলার ফলে নদীর বুকে জন্ম নিচ্ছে গাছপালা। যার ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে আটকে দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নদী রক্ষার উদ্যোগ নিয়ে পথে নেমেছেন বীরভূমের কুশকর্ণী নদী সমাজ। তাদের এই আন্দোলনকে সহযোগিতা করছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ। নদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাও এই মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বীরভূমের সিউড়ি সংলগ্ন ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া বাঁধ এলাকা থেকে শুরু এক বিশাল সাইকেল র‍্যালি। এই সাইকেল র‍্যালি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, পুরুলিয়া সহ মোট নয়টি জেলার নদীগুলির পাশ দিয়ে যাবে। দীর্ঘ ৭৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আগামী ২৯ জানুয়ারি কলকাতায় এই সাইকেল যাত্রার সমাপ্তি হওয়ার কথা। সোমবার বিকেলে এই সাইকেল র‍্যালি পৌঁছল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর চেলিয়ামা হয়ে সাঁওতালডিহি থানার ভোজুডির কোল ওয়াসারি লাগোয়া গোয়াই নদীর তীরে। এদিন বিকেলে সাঁওতালডিহির বিসিডাব্লিউ বাসস্ট্যান্ডে একটি সভা করে এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে সচেতনতামূলক প্রচার করেন তারা।

বিশ্বকাপজয়ী খো খো টিমের সদস্য সুমন বর্মনের নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এই প্রথম বার অনুষ্ঠিত হল খো খো বিশ্বকাপ। উদ্বোধনী খো খো বিশ্বকাপে ভারতে এসেছে জোড়া ট্রফি। ফাইনালে নেপালকে ৭৮-৪০ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারতের মেয়েরা। আর পুরুষদের খো খো বিশ্বকাপ ফাইনালেও নেপালকে ৫৪-৩৬ ব্যবধানে হারায় ভারত। ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের খো খো বিশ্বকাপজয়ী পুরুষ টিমের সদস্য হুগলির সুমন বর্মন। অভাবের সংসারে তাঁর দু'বেলা দু'মুঠো খাবারও জোটেনি ঠিক মতো, সেখান থেকে বিশ্বজয়ী হয়েছেন সুমন। আবেগে ভাবছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

ছেলে যে ভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাতে আনন্দে মেতে উঠেছেন সুমনের মা, বাবা। তাঁরা চান ছেলে আরও খেলুক, এবং আরও নিজের পরিচিতি ছড়িয়ে দিক। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামে ১৩-১৯ জানুয়ারি বসেছিল উদ্বোধনী খো খো বিশ্বকাপের আসর। পুরুষদের ২০টি দল ও মহিলাদের ১৯টি দল তাতে অংশ নিয়েছিল। ফাইনালে নেপালের বিরুদ্ধে পুরুষ দলে বাংলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুমন বর্মন। তাঁর বাড়ি হুগলির চুঁচুড়া মিলন পল্লিতে।

ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলায় পারদর্শী ছিলেন সুমন। পাড়ার বাঘাযতীন মাঠে প্রথম খো খো খেলা শুরু তাঁর। বর্তমানে ব্যান্ডেল হরনাথ স্কুল মাঠে প্র্যাক্টিস করেন। রাজ্য, দেশের হয়ে খেলে বহু পুরস্কার এবং শংসাপত্র মিলেছে। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো তাঁর পরিবারের অবস্থা। দু'বেলা দু'মুঠো ঠিক মত খেতে পাননি, খেলার জুতো-পোশাক কেনার সামর্থ্য ছিল না। তারপরও খো খো খেলা থামাননি তিনি।

সুমনের বাবা রামদেব বর্মন। তিনি দিনমজুর। মা সুজাতা বর্মন। পরিচারিকার কাজ করেন। তাঁদের দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে মুক-বধির। সুমনের বোন এ বার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আর সুমন কলেজে পড়েন। পাঁচজনের সংসার চালাতে হিমসিম খান সুমনের বাবা। একটা টালির চালের ঘর। তাতে কোনও ভাবে দিন গুজরান হয়। তবু ছেলে মেয়ের খেলায় রামদেব ও সুজাতা বরাবর উৎসাহ দেন।

সুমনের বাবা দক্ষিণ ভারতে রান্নার কাজে গিয়েছিলেন। সোমবার সকালেই বাড়ি ফিরেছেন। আর মা দীঘা, কালনায় রান্নার কাজে গিয়েছিলেন তিনিও ভোরে বাড়ি ফিরেছেন। সুমনের পাড়ায় তাঁর বন্ধুরা বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার জন্য জায়ান্ট স্ক্রিন লাগিয়েছিলেন। ভারত এবার বিশ্বকাপ জেতায় এবং সুমন ভালো খেলায় সকলে খুবই খুশি। দাদার কষ্ট, পরিশ্রম ও সাফল্যের কথা বলতে গিলে বোন রিয়া কেঁদে ফেলেন।

সুমনের বাবা-মা বলেন, 'আমরা খুব গরিব। তাই অন্য খেলার জন্য ছেলে মেয়েকে উৎসাহ দিতে পারিনি। খো খো খেলেই ওরা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করছে। কিন্তু সংসার টানতে ওদের কষ্ট করে যেতে হচ্ছে।' ছেলে বিশ্বকাপ জিতেছে। এ বার তাই আর্থিক কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে, সেই আশাই করছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

মিলন পল্লির বাসিন্দারা জানান, সুমনের একটা চাকরির প্রয়োজন। ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা হলে যে উন্মাদনা চোখে পড়ে, খো খো খেলায় তার ছিটেফোঁটাও নেই। প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিরা কেউ সুমনের বাড়িতে গিয়ে খোঁজও নেয়নি। সুমনের পাড়ার লোকজন জানিয়েছেন, তিনি বাড়ি ফিরলে উৎসব হবে। ব্যান্ডপার্টি হবে হুগলির চুঁচুড়ার মিলন পল্লিতে।

ঢেকুয়া হাই মাদ্রাসায় শতবর্ষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুতাহাটা: ফুরফুরা শরিফের পীর দাদা হুজুর প্রতিষ্ঠিত মেদিনীপুর সুতাহাটা ঢেকুয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার তিনদিন ব্যাপী শতবর্ষের অনুষ্ঠান সোমবার শেষ হল। প্রাচীন এই মাদ্রাসায় শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে বর্ণাঢ্য সভা হয়েছে।

১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে। সরকারি আর্থিক সহযোগিতায় সেটা এখন বিশাল ভবনে পরিনত। মরহুম সেখ হামিরুদ্দিনের জমিদান ও তারপর মহাতাবচন্দ্র দাস, সাহাপুরের আবদুল গনি সহ আরও অনেকে জমি দিয়েছেন। কারিগর ছিলেন আব্দুল লতিফ, আব্দুল কাদেরের মতো আরও অনেক শিক্ষানুরাগী। বর্তমানে ৭০০ পড়ুয়া। গবেষক আমিনুল ইসলাম এখানে পড়ালেখা করেছেন। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন হিন্দু-মুসলিম ছাত্র ছাত্রীরা। স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতিও নজরকাড়া। মহিলা শিক্ষক নাফিসা খাতুন, তিনি প্রধান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান সহ জেলা সভাপতি সহ বিশিষ্টরা। শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সম্পাদক মহম্মদ নূর আলম, সহ সভাপতি জাইদুল ইসলাম বেগ ও সম্পাদক মহম্মদ নুর আলম হাজির ছিলেন।

তিন দিন ধরে পড়ুয়াদের নিয়ে বিতর্কসভা, নাটক, প্রাক্তনীদের সমাবর্তন, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, ম্যাজিক শো-র মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

৮২টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল আসল মালিকের হাতে তুলে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: সোমবার জামুরিয়া থানার অডিটোরিয়াম ৮২টি হারানো মোবাইল ফোন তাদের মালিকের হাতে তুলে দিল জামুরিয়া থানার পুলিশ। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি মোবাইল মালিকগণ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস, সিআই সুশান্ত চ্যাটার্জি জামুরিয়া থানার ইন্সপেক্টর সোমেন্দ্র নাথ সিংহ ঠাকুর, কেন্দা ফাড়ি আইসি লক্ষ্মী নারায়ণ দে, চুরুলিয়া ফাঁড়ির আইসি সুশোভন ব্যানার্জি, শ্রীপুর ফাঁড়ির আইসি মেহরাজ আনসারি ছাড়াও জামুরিয়া থানার সমস্ত আধিকারিকরা।

এ প্রসঙ্গে ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস বলেন, ৮০টি চুরি যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তাদের মালিকদের কাছে মোবাইল ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সেই সঙ্গে তিনি জনগণকে অনুরোধ করেছেন যে আজকের যুগে মোবাইল শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত অনেক ব্যক্তিগত তথ্য ও তথ্য রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে মানুষ যেন তাদের মোবাইলকে আরও নিরাপদে রাখে। মোবাইল ফোন যাতে অপরাধীদের হাতে না পড়ে সে জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের কাছে মোবাইল আরও সুরক্ষিত রাখতে বার্তা দেন।

মসজিদ থেকে পড়ে মৃত্যু রাজমিস্ত্রির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: প্রায় ৩০ ফুট উঁচু মসজিদের মিনার থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল রবিউল হক (৩৬) নামে এক যুবকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের আরিজুল্লাপুর গ্রামে। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে রবিউলের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, চলতি মাসের ১৪ তারিখে দেগঙ্গার আরিজুল্লাপুর গ্রামে মসজিদ সংস্কারের কাজ চলছিল। সেখানে কাজ করছিলেন পাশের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রি রবিউল। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, মসজিদের প্রায় ৩০ ফুট উঁচু মিনারে উঠে কাজ করছিল রবিউল। সকাল দশটা নাগাদ আচমকা পা পিছলে সেখান থেকে নিচে পড়ে যায় রবিউল। তার মাথায় ও ঘাড়ে চোট লাগে। গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঐদিনই তাকে আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোকজন। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছিল। পাঁচদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর সোমবার রাত বারোটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ মৃত্যু হয় রবিউলের। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

বুদবুদে অনুষ্ঠিত জঙ্গলমহল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: ১০ম বর্ষ জঙ্গলমহল উৎসব অনুষ্ঠিত হল বুদবুদের কোটা গ্রামের একটি ফুটবল ময়দানে, এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার আইপিএস সায়ক দাস, পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের সদস্যরা ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। মেলা চলবে দুইদিন। অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে। পরে আদিবাসী সংস্কৃতিতে অতিথিদের শাল পাতার মুকুট পরিয়ে, সকলকে বরণ করা হয়। কোটা গ্রামের পাশাপাশি এদিন আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দপ্তরের কাউন্টার খোলা হয়েছে। এই সমস্ত কাউন্টার থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকের দোমরা গ্রামে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জঙ্গল মহল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দোমরা গ্রামের একটি ফুটবল ময়দানে। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই, রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলা পরিষদের সদস্যরা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। দুই দিনব্যাপী চলা এই উৎসব প্রাঙ্গণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের কাউন্টার খোলা হয়েছে। যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এছাড়াও হস্তশিল্পের বেশ কিছু কাউন্টার খোলা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে এসে উদ্বোধন করার পাশাপাশি রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিভিন্ন কাউন্টার ঘুরে দেখেন।

বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে এবার সেজে উঠছে আরামবাগের গোঁসাই পরব

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: গোঁসাই পরবে মাততে তৈরি আরামবাগ। খুলে ফেলে দাও জাতের বর্ম, এ পরব মানে মানবধর্ম। মানুষের পুজোর লক্ষ্য নিয়েই ষষ্ঠ বর্ষে শুরু হতে চলেছে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব। যদি ভোগ দিলে ভগবান মিলতো, আল্লা মিলতো শিন্নিতে, বড় করে ভোগ সাজাইয়ে, কত রাজায় পারতো কিনিতে, কত বাদশায় পারতো কিনিতে। এটাই এবার আরামবাগের প্রাণের উৎসব গোঁসাই পরবের এবারের ভাবনা। সমাজের একটা শ্রেণি যখন ধর্মের বিদ্বেষ নিয়ে রাজ্য ও দেশজুড়ে হিংসা ছড়াচ্ছে। তখন মানুষের ও বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে এবার সেজে উঠছে গোঁসাই পরব। এবার ট্যাগলাইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হচ্ছে পরবের মাঠের থিম। পুরনো দিনের পরিবেশ ফিরে পাওয়া যাবে মাঠে প্রবেশ করলেই। এখন থেকে গানে গানে প্রচার ও সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়াল দখল করেছে টিম গোঁসাই পরব। শহরের মানুষের মধ্যেও বাউল কেন্দ্রিক আলাদা উন্মাদনা শুরু হয়েছে। শহরবাসী যেন বলছেন, নিতাই চাঁদের বাজারে,গৌরচাঁদের দরবারে, এক মন যার সেই যেতে পারে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ধর্ম যখন মানুষকে মোহপাশে আবদ্ধ করছে, তখন আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব বলছে, খুলে দাও জাতের বর্ম এ পরব মানে মানবধর্ম। একদিকে নূর আলমের কীর্তন, অন্যদিকে নিমাই গোস্বামীর কাওয়ালিতে মেলে উঠবে তেঘরির মাঠ। উদ্যোক্তারা বলছেন, জাতের নামে বজ্জাতি বন্ধ হোক। বাউল ফকিররা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের বাস মন্দিরে বা মসজিদে নয়, ঈশ্বরের বাস মানুষের শরীরে। তাই পুজো যদি করতে হয় তাহলে মানুষের পুজো করতে হবে। ঈশ্বরের অধীনে ভক্ত নয়, ঈশ্বর নিজেই ভক্তের অধীন। ভক্ত আছে বলেই ঈশ্বরের সম্মান। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মানুষ। মানুষই মন্দিরে মসজিদে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মানুষ না থাকলে ঈশ্বরের গুরুত্ব সঙ্কটাপন্ন হবে। তাই গোঁসাই পরবজুড়ে মানব ধর্মের সৃজন করা হবে। উদ্যোক্তারা বলছেন, ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি গোঁসাই পরবের মাঠে এসে উপলব্ধ হবে সম্প্রীতির বন্ধন। যেখানে রাম আর রহিম, কৃষ্ণ আর খ্রিস্ট এক দেহে বাস করেন। ২২-২৬ তারিখ সেই মানুষ ভজনার উৎসব। তার অপেক্ষার প্রহর এবার শেষ হতে চলল। এবার আরামবাগের তেঘরিতে পরবের মাঠে থাকছে হস্তশিল্পের মেলা। হাতের তৈরি নানা সামগ্রী মিশেলে থাকছে সোমাঝুড়ির হাট। রাজ্যের নানা জেলার হস্তশিল্পীরা তাঁদের তৈরি সামগ্রী নিয়ে পরবে থাকবেন। এবার মাঠের থিমসজ্জায় থাকছে আলাদা চমক। এবারের বিশেষ আকর্ষণ পরবের ট্যাবলো। মাটির বাড়ির আদলে একটি গাড়ি সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে ট্যাবলো। সবমিলিয়ে ২২ তারিখ বুধবার সকাল ৯টায় বাসুদেব মোড় থেকে পরবের শোভাযাত্রা শুরু হবে। বিকেলে ধুনি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হবে বাউল ও ফকিরের গান।

ইডেনে আধ ঘণ্টা ধরে একান্তে কথা গম্ভীর-হার্দিকের

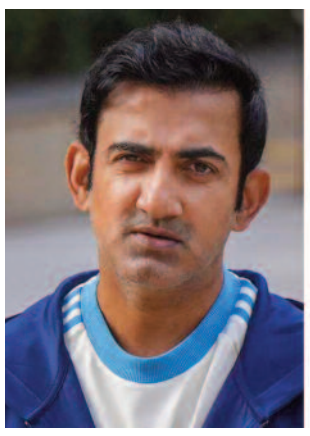

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার জন্য শনিবার রাতে শহরে চলে এসেছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটারেরা। এসেছেন কোচ গৌতম গম্ভীরও। রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম অনুশীলন করে ভারতীয় দল। দীর্ঘ দিন ভারতীয় দলে ফেরা মহম্মদ শামির দিকে আলাদা নজর ছিল সংবাদমাধ্যমের। তার থেকেও বেশি নজর কেড়েছে গম্ভীর এবং হার্দিক পাণ্ড্যর একান্তে ৩০ মিনিটের বেশি কথাবার্তা।

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবে হার্দিককে চেয়েছিলেন গম্ভীর। কিন্তু অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের আপত্তিতে কোচের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিতের ডেপুটি হিসাবে যাচ্ছেন শুভমন গিল। ভারতের দল নির্বাচনী সভা সহ-অধিনায়ক ইস্যুতে যে বেশ উত্তাল হয়েছিল, তা জানা গিয়েছে। রবিবার ইডেনে হার্দিকের সঙ্গে গম্ভীরের দীর্ঘ আলোচনা তাই স্বাভাবিক ভাবেই নজর কেড়েছে।

মাঠের এক পাশে হার্দিকের সঙ্গে গম্ভীরকে ৩০ মিনিটের বেশি সময় আলাদা করে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা জানা যায়নি। এ নিয়ে গম্ভীর বা হার্দিক কেউই কিছু জানাননি। তবু তৈরি হয়েছে জল্পনা। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে একাধিক সিরিজে রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্দিক। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর রোহিত ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ায় মনে করা হয়েছিল, হার্দিকই অধিনায়ক হবেন। কিন্তু জাতীয় নির্বাচকেরা বেছে নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবকে। সেই সিদ্ধান্ত অনেককেই বিস্মিত করেছিল। এ বার ভারতীয় দলের কোচ হার্দিককে এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবেও চেয়েও পাননি। তাই মনে করা হচ্ছে, ৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে গম্ভীর এবং হার্দিক তা নিয়েই কথা বলেছেন নিজেদের মধ্যে। রোহিত-আগরকরদের বক্তব্য বা যুক্তি হয়তো অলরাউন্ডারের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন গম্ভীর। যাতে হার্দিক হতাশ না হন। আত্মবিশ্বাসী হয়ে খেলতে পারেন।

উল্লেখ্য, ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ২২ জানুয়ারি কলকাতায়। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজে মুখোমুখি হবে দু'দল। যা মূলত আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি সিরিজ হিসাবে দেখা হচ্ছে।

৪৯ বছরে প্রয়াত বাগানের প্রাক্তন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার ঋষি কপুর। দিল্লির এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৪৯। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া কলকাতা ময়দানে।

হোসে ব্যারেটো, অসীম বিশ্বাস, রেনেডি সিংহ, মেহতাব হোসেনের সঙ্গে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে খেলেছেন ঋষি। মোহনবাগান ছাড়াও হিন্দুস্তান এফসি, দিল্লি ইউনাইটেডের হয়েও খেলেছিলেন।

দিল্লির হয়ে সন্তোষ ট্রফিও খেলেন। হাসিখুশি স্বভাবের জন্য সতীর্থদের কাছে প্রিয় ছিলেন। সুব্রত ভট্টাচার্য কোচ থাকার সময় মোহনবাগানের জাতীয় লিগ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন।

ঋষির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। প্রাক্তন সতীর্থের প্রয়াণে মর্মাহত সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন সচিব শাজি প্রভাকরণও। তাঁর কথায়, সুনীল ছেত্রীর পর টেকনিকের দিক থেকে দিল্লির সবচেয়ে ভাল ফুটবলার ছিলেন ঋষি।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender Vide Nit **No-WBMAD/C M/BT/NIT-5(1st)/2024-25; Dt: -18.01.2025** for REPAIRING AND RENOVATION OF BITUMINOUS ROAD work under Chakdaha Municipal Area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

TENDER

Tenders are invited for security personnel. For details visit website

www.govtgirlsekbalpur.com

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIT.: TN/003/AE/B-1/2024-25, Date: 17.01.2025
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Wbsite (**www.hmc.gov.in**) & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **28.01.2025**.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 1/E.O. Kh-II/ 2024-25, Date: 16.01.2025. (Tender ID: 2025_ ZPHD_802138_1),** for Kushali Submersible. Last date of bids ends on **27.01.2025 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No: -09/2024-25(1st Call), Memo No: 1430/GM, Dated: - 20.01.2025 & 10/2024-25(1st Call), Memo No: 1434/GM, Dated: - 20.01.2025
Following e-Tenders are invited by this Municipal Authority for 14 No. & 13 No. development works in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders are from **13.02.2025** & **07.02.2025** up to 12.00 PM. For detail visit **www.wbtenders.gov.in**, **guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

E-TENDER
E - tenders are invited by the Prodhan, **Hogalbaria Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Rajapur, Nadia. **NIET NO. 08/15th CFC /2024-25** Last date of submission **27-01-2025 up to 6.00 pm.** For details please contact this office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Hogalbaria Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখঃ ১৭.০১.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে। হাওড়া ডিভিশনে ১৫ (পনেরো) বছরের জন্য বর্ধমান স্টেশন (বিডব্লুএন)-এর সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিওটি (নির্মাণ, পরিচালনা এবং স্থানান্তর) ভিত্তিতে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিষয়ক ই-অকশন রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে পরিচালিত হবে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিঙ্কে মডিউলের মাধ্যমে** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-বিওটি; লট নম্বর/ক্যাটাগরিঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-টিওআই-৭২-২৫-১; **স্টেশন ঃ** বর্ধমান (বিডব্লুএন); **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টায়। HWH-552/2024-25
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/507/24-25 Dated 18.01.2025	Construction of Concrete Road at Rabindra Sarani from H/O Sobji Bapi to H/O Mintu Da in Ward No. - 9 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,56,149.00
WBMAD/ULB/RSM/508/24-25 Dated 18.01.2025	Upgradation of brick pavement road to construction of concrete Road at Rathpark from H/O Sandip Dutta to H/O Basudev Das in Ward No. - 9 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,08,376.00
WBMAD/ULB/RSM/509/24-25 Dated 18.01.2025	Construction of Concrete Road and Covered Drain Near Power House at Aurobindo Sarani Sahebpara in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,76,374.00
WBMAD/ULB/RSM/510/24-25 Dated 18.01.2025	Reparing of Old Drain and RCC Slab Casting at Ghasiara, Vivekanandapally, Uttarayanpally, Rupnagar , Ghoshpara and Badamtala in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,29,190.00
WBMAD/ULB/RSM/511/24-25 Dated 18.01.2025	Construction of Sal Ballah piles work at Vivenkananda Road Near Manasha Mandir in Ward No.- 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,71,573.00

Bid Submission end date: **29.01.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/36/2024-25, dated 20.01.2025, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date: **20.01.2025 at 03.00 PM.** Last date of Bid submission : **27.01.2025 upto 03.00 PM.** Date of opening : **29.01.2025 at 03.00PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/37/2024-25, dated 20.01.2025, Fund: BEUP.** Bid submission start date : **21.01.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission : **28.01.2025 upto 03.00 PM.** Date of opening : **30.01.2025 at 03.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. development work(s) under **15th FC** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-14/2024-25, Dated: 20.01.2025.** Bid submission end date: **29/01/2025 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **01/02/2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Following four E-tender and one offline tender notices are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi, Dt. Nadia vide **NIT No. 15/BGP/15th CFC/ Tied/ 2024-25, 16/BGP/15th CFC /UnTied/ 2024-25 Date-17.01.2025, 17(e)/ BGP/15th CFC/ Tied/2024-25, 18 (e)/ BGP/15th CFC/Untied/2024-25, dated- 20.01.2025.** Last date of bid submission **27.01.2025.** Details information is available in **www.etender.wb.nic.in**.
Sd/- Prodhanan
Panchavat
Bahirgachi Gram Panchayat Nadia

OFFICE OF THE
BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA, BAGNAN, HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No :- WB/HOW/BAG-II/ NIET-10/2024-25, Dt.-17.01.2025
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafide and resourceful contractors for implementation of 10 nos. scheme under Bagnan-II Panchayat Samity. For other details contact office of the undersigned within office hour.
Sd/-
Executive Officer
Bagnan-II Panchayat Samity
Antila, Bagnan, Howrah

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT
Tender Notice No.: FUL/11/15TH/CFC(UNTIED)/ 2024-25, Date-17.01.2025 FUL/12/5TH/SFC(UNTIED)/ 2024-25, Date-17.01.2025
Tender is invited through only only from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal **(www.wbtenders.gov.in)**
Sd/- **Prodhan**
Fulsara Gram Panchayat
Bokchara, North 24 Parganas

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBVAD/ULB/RSM/512/24-25 Dated 18.01.2025	Construction of Surface Drain at Rakhal Ghosh Road bye lane at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,95,968.00

Bid Submission end date: **29.01.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-57 Dated 20.01.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-34/24-25
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_802879_1. **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_802944_1. **(3)** Tender ID No. 2025_ADDA_802959_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Notice Inviting Tender
E-Tender is being floated on **NIT ID – DICPAM/e-NIT/19/2024-25, dated 21.01.2025** for inviting appropriate Bidder to supply and install tools and equipments in Jotghanashyam Alor Thikana RMG Manufacturing Cluster & REH Industrial Cooperative Society Ltd.
Schedule- Uploading NIT documents on **21.01.2025**
Last date of submission of Bid on **04.02.2025**
General Manager
District Industries Centre,
Paschim Medinipur

Notice Inviting Tender
E-Tender is being floated on **NIT ID – DICPAM/e-NIT/18/2024-25, dated 21.01.2025** for inviting appropriate Bidder to supply and install tools and equipments in Gochhati Alor Thikana RMG Manufacturing Cluster & REH Industrial Cooperative Society Ltd.
Schedule- Uploading NIT documents on **21.01.2025**
Last date of submission of Bid on **04.02.2025**
General Manager,
District Industries Centre,
Paschim Medinipur.

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন (ইআর)
নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স সবরমতি টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ২০বি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৬৯ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"অসম রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দদিনের) মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
আবেদনকারীর পক্ষে
সবরমতি টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেড
২০বি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৬৯
স্বা/-
অনুপম শর্মা, ডিরেক্টর
ডিন : ০১৬২৫৩৩২
তারিখ : ২১.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI এসবিআই আরএসপিসি বেহালা (১৭৮৯৯) ২৩এ/৪৪এস, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.১০.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী চৈতালি চক্রবর্তী, গ্রিনফিল্ড সিটি, ফ্ল্যাট নং ২এফ, ৩য় তল, ব্লক ৬৫, হোল্ডিং নং ইও-৩৯৮, শিবরামপুর রোড, পো. এবং থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০১৪১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৫,৪৯,৮৬৪ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশ চৌষট্টি টাকা) এবং ২৯.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৩৫,৪৯,৮৬৪ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশ চৌষট্টি টাকা) এবং** ২৯.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৭৪৭৪ থেকে ৭৭৫০৪, দলিল নং ১৯০১০২০১৯ -২০১৮ সালের, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস অব দ্য এ আর এ -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।
মালিক : শ্রীমতি চৈতালী চক্রবর্তী।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এফ,পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ৮৯৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি (টাইলস মেঝে আনুমানিক ০৩ বছরের পুরানো) অবস্থিত ৩য়তলে, ক্লাসিক ব্লক নং ৬৫, **গ্রিনফিল্ড সিটি প্রোজেক্ট** হাউসিং কমপ্লেক্সে, সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ২৮১৫, মৌজা পারুই, জেএল নং ৩স এবং মৌজা জোকেশিবরামপুর, জেএল নং ২৫, উভয়ই থানা : মহেশতলা অধীন স্থানীয় মহেশতলা পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ইও-৩৯৮, জোতে শিবরামপুর রোড, (গ্রিনফিল্ড সিটি), থানা : মহেশতলা, পো শিবরামপুর, ওয়ার্ড নং ১৪ (নতুন) , কলকাতা ৭০০১৪১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত অবিভাজ্য যথাযথ অংশ জমির এবং উক্ত ভবনের/ব্লক ৬৫ চাতালের এবং স্বত্ব, অধিকার, স্বার্থ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত।
তারিখ - ১৮.০১.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AGI GREENPAC

SOMANY IMPRESA GROUP

EBITDA ₹ 185 Crore 20%YoY ↑

PAT ₹ 91 Crore 35%YoY ↑

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2024

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Consolidated		Standalone				
		3 months ended 31 December 2024	Year to date figures for current period ended 31 December 2024	3 months ended 31 December 2024	Corresponding 3 months ended 31 December 2023	Year to date figures for current period ended 31 December 2024	Year to date figures for corresponding period ended 31 December 2023	Year ended 31 March 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	673.98	1,861.55	673.98	625.45	1,861.55	1,812.33	2,445.04
2	Net profit from ordinary activities before tax	120.58	300.76	120.59	90.92	300.78	250.69	339.93
3	Net profit from ordinary activities after tax	90.51	225.81	90.52	67.12	225.83	186.75	251.33
4	Net profit for the period after tax (after exceptional/ extraordinary items)	90.51	225.81	90.52	67.12	225.83	186.75	251.33
5	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	(0.09)	(0.28)	(0.09)	(0.03)	(0.28)	(0.05)	(10.95)
6	Total comprehensive income	90.42	225.53	90.43	67.09	225.55	186.70	240.38
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	1,552.59
9	Earning per share (before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)							
	(a) Basic (₹)	13.99	34.90	13.99	10.37	34.90	28.86	38.85
	(b) Diluted (₹)	13.99	34.90	13.99	10.37	34.90	28.86	38.85

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 20 January 2025.
(2) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and period ended 31 December 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results for the quarter and period ended 31 December 2024 are available on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Gurugram
Date : 20 January 2025
Sandip Somany
Chairman and Managing Director

AGI GREENPAC LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: agiinvestors@agigreenpac.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২১ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

বি.এস.সি নার্সিং কোর্সের জন্য সমাজতত্ত্বের প্রস্তুতি

জয়দেব বেরা

(সমাজতত্ত্বের অতিথি অধ্যাপক, বই লেখক এবং সমাজ-মনো বিশ্লেষক)

সমাজতত্ত্ব(Sociology) মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।এই বিষয়টিতে বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজকে অধ্যয়ন করা হয়। সমাজতত্ত্ব বিষয়টি জেনারেল ডিগ্রী কলেজের পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজে (B.Sc/GNM Nursing),প্যারা-মেডিক্যাল কলেজে SBPT সহ অন্যান্য),ইঞ্জিনিয়ার এবং আইনি কলেজের (B.A. LLB) ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ানো হয়ে থাকে।আমি মূলত আমার এই আর্টিকেলটিতে স্ক(ত্ব নার্সিং এর বিষয়টি আলোচনা করবো।সমাজতত্ত্ব বিষয়টি স্ক(ত্ব নার্সিং-এ (WBNC–INC–WBUHS)মূলত প্রথম সেমিস্টারে পড়ানো হয়ে থাকে।এই পেপারটির নাম হল- 'Applied Sociology'। সমাজতত্ত্ব এর এই বিশেষ শাখাটিকে সিলেবাস অনুযায়ী ৬০ ঘন্টার ক্লাস দিয়ে পড়ানো হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ব এর অনেক কিছু বিষয়ই নার্সিং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাঠ দান করানো হয়।কারণ বৈজ্ঞানিক মতে, মানুষ শারীরিকভাবে কেবল নয় সামাজিক ও মানসিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েন,তাই নার্সিং বিভাগের তথা মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই বিষয়টিতে সমাজ থেকে শুরু করে পরিবার, বিবাহ, সংস্কৃতি, সামাজিক সমস্যা,সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিকীকরণ, জাতি, ধর্ম, শ্রেণি, সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক এবং ক্লিনিক্যাল সমাজতত্ত্ব সহ আরও বহু স্বাস্থ্যমূলক বিষয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়ে থাকে।যেই জ্ঞানগুলো একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশে মানিয়ে চলতে ও রোগীর ডায়াগনস্টিক করতে গুরুত্বপূর্ণভাবে সহায়তা করে থাকে।

যাইহোক, প্রত্যেক বিষয়ের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।তাই বিএসসি নার্সিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যেভাবে এই বিষয়টি পড়াশোনা করতে হবে বা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করিলাম —

১) সর্বপ্রথম, বিষয়ের সিলেবাস সম্পর্কে জানতে হবে এবং স্টাডি করতে হবে।

২) প্রত্যেকটি টপিক এর ধারণা পরিস্কার রাখতে হবে।অর্থাৎ, Concept Clear রাখতে হবে।

৩) কেবল মুখস্থ নয় পাশাপাশি চাই ধারণাগত জ্ঞান। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪) নাম্বার বিভাজন দেখে প্রশ্ন বুঝে উত্তর লিখতে হবে। এক্ষেত্রে নাম্বার বিভাজনটি জানিয়ে রাখি— MCQ- 1 marks (6×1), short note-5 marks (3×5), very short note-2 marks (3×2) এবং long essay-10 marks (1×10)। সর্বমোট ৩৭ নাম্বারের পরীক্ষা। বিকল্প প্রশ্ন সেভাবে দেওয়া হয়না। যদিও থাকে তা কেবল একটি। সেটি যে কোনও বিভাগ হতে পারে।

৫) সংজ্ঞা লেখার ক্ষেত্রে যে স্টাইলটি অনুসরণ করতে হবে তা হল- Introduction– Sociologist দের নাম সহ তাঁদের দেওয়া দুটো সংজ্ঞা,ছোট কিছু বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ Key Features সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় প্রভৃতি।যদিও ২ নাম্বারের ক্ষেত্রে এতকিছু না লিখলেও চলবে।

৬) যতটা সম্ভব পয়েন্ট করে পড়তে ও লিখতে হবে। অর্থাৎ লেখার মধ্যে যেনো ইনফরমেশন বেশি থাকে।

৭) বানিয়ে লেখা একেবারেই যাবে না।তবে বিষয়টি ভালো করে পড়াশোনা করার পর কিছুটা নিজের মতো করে লেখা যেতেই পারে। তবে মনে রাখতে হবে ধারণা বা আলোচনা যেন সঠিক থাকে।

৮) MCQ গুলোর জন্য টেক্সট বই ভালো করে খুঁটিয়ে পড়াশোনা করতে হবে।এবং পরীক্ষায় সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখতে হবে।

৯) বড় উত্তরগুলো লেখার ক্ষেত্রে ভূমিকার পাশাপাশি মূল লেখায় পয়েন্ট বেশি দিতে হবে। অর্থাৎ তথ্য বেশি দিয়েই আলোচনা করতে হবে।একটানা আলোচনা না করে প্যারা ব্রেক করে করে লিখতে হবে পয়েন্ট সমেত।

১০) সর্বোপরি, ধারণাগত জ্ঞান ও বানান সঠিক রাখা,সমাজতাত্ত্বিকদের নামগুলো সঠিক মনে রাখা,পয়েন্ট বেশি দেওয়া,প্যারা করে লেখা,নাম্বার বিভাজন অনুসরণ করা সহ পরিস্কারভাবে লিখতে ও পড়তে হবে।

মঙ্গল গ্রহে মিলতে পারে প্রাণের সন্ধান চলছে খোঁজ

শুভাশিস বিশ্বাস

পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের আর কোনও গ্রহে কি প্রাণের সঞ্চার ঘটতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর এখনও সঠিক ভাবে কেউই দিতে পারেননি। উত্তর নেই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছেও। তবে এবার প্রাণের সন্ধান মিলতে পারে পৃথিবীর প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহে, এমনটাই ধারনা বিজ্ঞানীদের। আর সেই ধারনা থেকেই মঙ্গল গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব খোঁজার কাজ এখনও চলছে। কারণ, এই লাল গ্রহে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলি সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সুস্পষ্ট এক ইঙ্গিত দেয়। এদিকে এমন খবর মিলছে তাতে এবার বিজ্ঞানীদের হাতে কিছু চমকপ্রদ তথ্য উঠে এল, যা এই দাবির সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হতে পারে। সম্প্রতি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিওম্যাগনেটিক্স ল্যাবের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণায় উঠে এসেছে যে, মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠ বর্তমানে শীতল, শুষ্ক এবং পাথুরে হলেও, সেখানের পরিস্থিতি দিন দিন বদলাচ্ছে। আসলে, মঙ্গল গ্রহ থেকে প্রাপ্ত কিছু প্রমাণ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে,

সেখানের চৌম্বক ক্ষেত্রটির প্রভাব ৪.১ বিলিয়ন অর্থাৎ ৪১০ কোটি বছরে অনেকটাই কমে গিয়েছে।

সম্প্রতি, এই গবেষণাপত্রটি 'নেচার কমিউনিকেশনস' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, হার্ভার্ডের গবেষকরা সিমুলেশন এবং কম্পিউটার মডেলিং ব্যবহার করে মঙ্গল গ্রহের 'ডায়নামো'-র বয়স নির্ধারণ করেছেন। আসলে ডায়নামো বলতে বোঝায়, গ্রহের কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ স্থান থেকে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র। এই গবেষণায় মঙ্গলের বিভিন্ন খাদ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই থেকে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়েছে যে, এই খাদগুলি তখন সৃষ্টি হয়েছিল যখন মঙ্গলের ডায়নামো পোলারিটি রিভার্সাল-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, যা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ বছরে একবার ঘটে। বিজ্ঞানীদের দাবি, ২০০ মিলিয়ন বছর আগে এই গ্রহের পৃষ্ঠে জলের উপস্থিতি ছিল। কিন্তু শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের অভাবে মঙ্গল সৌর বায়ুকে প্রতিহত করার ক্ষমতা হারায়। এরফলে বায়ুমণ্ডল ও জলের ভাণ্ডার, সবই নষ্ট হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই মঙ্গল গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব খুঁজছেন। গত মাসে নাসার এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মঙ্গলের তুষার আবৃত অঞ্চলের নিচে জলের বরফের স্তরে মাইক্রোব্যাকটিরিয়া বেঁচে থাকতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, বরফের স্তরের নীচে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে, যা সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগতে পারে। মঙ্গলে দুই ধরনের বরফ পাওয়া যায় , জলীয় বরফ এবং শুষ্ক বরফ। এই গবেষণার দলটি জমাট জলকে সম্ভাব্য জীবনের উৎস হিসেবে পরীক্ষা করেছে, যা গ্রহটিতে জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে বৈজ্ঞানিকদের অপর এক অংশের বক্তব্য, মঙ্গল গ্রহের উপরিতলে বিষাক্ত মিশ্রণ থাকায় সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

ডেয়ারি টেকনোলজি নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ুন

আজকের দিনে যেখানে মূল্য সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয়েছে, সেখানে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা ও গবেষণা জীবিকা অর্জনের একটি অন্যতম বিষয়রূপে শিক্ষাসমাজে গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের দেশে প্রাণীজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সঙ্গত কারণেই বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি বা দুগ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ভারতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডেয়ারি টেকনোলজির শিক্ষা ও গবেষণা প্রথম শুরু হয় ১৯২৩ সালে তদানীন্তন ব্যাঙ্গালোরে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারিং প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ইন্ডিয়ান ডেয়ারি ডিপ্লোমা (আইডিডি) ছিল ভারতে প্রথম ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সোপান যা বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট হরিয়ানার কার্নালে স্থানান্তরিত হয় ভারতীয় দুগ্ধ অনুসন্ধান কেন্দ্র (ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) নামে। ১৯৫৫ সালে ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পুনঃনামাঙ্কিত হয় রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র (ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) রূপে। বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটি এই অনুসন্ধান কেন্দ্রের দক্ষিণী আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে পরিচিত হয়। ১৯৬২ সালে তদানীন্তন বম্বে এবং ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে কার্নালে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রে সর্বপ্রথম ডেয়ারি টেকনোলজিতে বিএসসি কোর্স চালু হয়। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা ও বম্বেতে ডেয়ারি টেকনোলজির ডিপ্লোমা শিক্ষার প্রসারণ ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজির চার বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রথম চালু হয় ১৯৭৭ সালে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাণী চিকিৎসা অনুষদের অধীনে। ১৯৯৫ সালে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র অনুষদরূপে ডেয়ারি টেকনোলজির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক পাঠ্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে বি টেকের পাশাপাশি এই অনুষদের অধীনে থাকা ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিস্ট্রি এবং মাইক্রো বায়োলজি বিভাগগুলিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমও চালু আছে।

এই বিষয়ে কী কী কোর্স রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মোহনপুরস্থিত ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের বর্তমান বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটি ভারত সরকারের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (জ্জঙ্খঙ্ক) অনুমোদিত একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কোর্স। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ প্রণীত একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রমকে মান্যতা দিয়ে এই কোর্সটি পড়ানো হয়। বি টেক ডেয়ারি টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্র বা ছাত্রীকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভর্তির বছরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের নিরিখে ১৭ বছর বয়সী হতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের স্বীকৃত কোনও বোর্ড থেকে ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্ক ও ইংরেজি,সহ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের অধীন বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটিতে বর্তমানে ৪৯টি আসন রয়েছে, যার ৮০ শতাংশ ভর্তি হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড আয়োজিত প্রবেশিকা পরীক্ষার (WBJEE) মাধ্যমে। বাকি ২০ শতাংশ আসন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (ICAR) নিয়ন্ত্রিত এবং সেগুলি পূর্ণ হয় সর্বভারতীয় CUET□ পরীক্ষার মেধাতালিকার ভিত্তিতে।

নদিয়া জেলার মোহনপুরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ডেয়ারি টেকনোলজি, ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেয়ারি কেমিস্ট্রি এবং ডেয়ারি মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনেরও সুবিধা রয়েছে।

এই বিষয়ে কী কী পড়ানো হয়

বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম যেটি আটটি সেমেস্টারে বিভক্ত। এতে ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রোবায়োলজি, কেমিস্ট্রি এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত এবং একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে থিওরি বা তাত্ত্বিক এবং প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক শিক্ষালাভের পর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। তাত্ত্বিকা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টারে রেডি (READY) কর্মসূচির মাধ্যমে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চার বছরের মধ্যে সপ্তম সেমেস্টারে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সংস্থায় ইনপ্ল্যান্ট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সম্যকভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করে।

কতটা উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে

ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক করার পর দেশ ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রভূত সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩০টি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ রয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকগুলিতেই ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু আছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে পারেন। গেট (GATE) পরীক্ষার মাধ্যমে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাশ ছাত্রছাত্রীদের আইআইটি, গুলিতে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রুরাল ডেভেলপমেন্টের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তির সুযোগ মেলে। এছাড়া ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের সুযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য অনুসন্ধান সংস্থা (CFTRI), র খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়ার। GRE এবং TOEFL পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডেয়ারি বা খাদ্য প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠনের সুযোগও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকরা নিতে পারে।

স্নাতক কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী হলে স্নাতকোত্তর বা গবেষণায় যেতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমগুলিতে ভর্তি হতে পারে।

কর্মসংস্থানের কী কী সুযোগ রয়েছে

বর্তমানে দেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সাধারণভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্সংস্থানের সুযোগ বেশি হলেও বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র, কেভেন্টার, আইটিসি, রেডকাউ ডেয়ারির মতো বেসরকারি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিযুক্ত হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে ভিনরাজ্যের সমবায়, বেসরকারি দুগ্ধ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায়, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও। বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের স্নাতকরা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এই সমস্ত সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়ে থাকে। ভারতের বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায় সংস্থা আমূল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের নিযুক্ত করে থাকে।

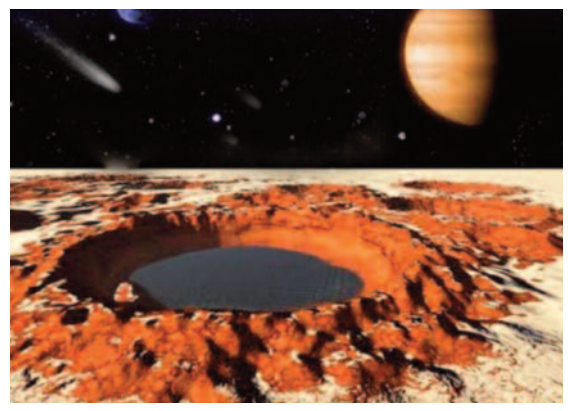

স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি করা থাকলে ডেয়ারি টেকনোলজির ছাত্রছাত্রীরা নেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ ও গবেষণা সংস্থায় সহকারি অধ্যাপক, গবেষক বা বিজ্ঞানী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন।

একজন ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতক কর্মজীবনের শুরুতে সংস্থাভেদে মাসে ৩০, ৬০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের পর সহকারি অধ্যাপক বা গবেষকদের প্রারম্ভিক মাসিক আয় ৬০, ৭০ হাজার টাকা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে চাহিদা নিয়ে রূপরেখা

বর্তমান সময়ে প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মূল্যযুক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজার যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে ভবিষ্যতেও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকদের কর্মসংস্থানের অভাব হবে না। দুধ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং এর বাজার সর্বদাই প্রসারণশীল। মৌলিক পঠনপাঠনের পাশাপাশি হাতেকলমে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা আগামিদিনে স্বচ্ছল জীবনযাপনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এতে প্রশিক্ষিত ডেয়ারি প্রযুক্তিবিদদের চাহিদা শিল্পক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

এই বিষয়ে দরকারি কিছু ওয়েবসাইট

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
(https//icar.org.in)
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
(https//wbuafscl.ac.in)
রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র
(https//ndri.res.in)
কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি অনুসন্ধান কেন্দ্রীয়
(https//cftri.res.in)